



# প্রতিবাদী কলম

pratibadikalam.news

PRATIBADI KALAM • Daily • 12<sup>th</sup> Year, 319 Issue • 28 November, 2021, Sunday • ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, রবিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

## দেশের খুন ইতিহাসে প্রদীপ এখন 'সেনসেশন'

মল্লিকার ৬, বেবি কিলারের ১৭, দেবেন্দ্র'র ৪০  
কোলি'র ১৯টি খুনকেও হার মানালো প্রদীপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। আমাদের দেশে কতটা কম সময়ে কত বেশি খুন করেছে একজন কেউ? এই প্রশ্নের জবাবে, এখন অন্যায়সেই নাম চলে আসবে 'ত্রিপুরা' রাজ্যের নাম। গত শুক্রবার রাতে খোয়াইয়ের উত্তর বামচন্দ্রঘাট এলাকার প্রদীপ দেবরায় এখন শুধু রাজ্যের নয়, সারা দেশের অপরাধ জগতের কাছে এক 'সেনসেশন'! এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে ৫টি খুন করেছে প্রদীপ। একেকটা খুন একেক পদ্ধতিতে। দেশের হাড় কাঁপানো দশটি প্রথম সারির খুনের ঘটনাতে যতটা সময় লেগেছিলো, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে একেকটা প্রাণ খতম করে দিয়েছে প্রদীপ।

দেশের অপরাধ জগতের ইতিহাসে আগামী কয়েক দশক সময় ধরে ঘটবে। এক রাতে, (কে জানে, হয়তো অনন্তকাল ধরেই) রাজ্যের 'সিরিয়াল কিলার' প্রদীপ দেবরায়'র নাম লেখা থাকবে। গা-ছমছম করা যতগুলো 'মার্ডার' এই দেশে এযাবৎকাল পর্যন্ত ঘটেছে, তার সিংহভাগ খুনিরাই সংখ্যা এক বা দুটো হত্যা করেছে। একাধিক খুন করেছে, এমন খুনির সংখ্যা খুঁজে পাওয়া ভার! রাজ্যের

খোয়াই জেলার উত্তর বামচন্দ্রঘাট এলাকার প্রদীপ এখন অপরাধ জগতের 'লেটেস্ট সেনসেশন'। কয়েক মিনিটের মধ্যে ৫টি খুন করেছে কেউ, এমন নজির দেশজুড়ে নেই বললেই চলে। সংখ্যায় ৬টা, ২০টা, ৩০টা বা ১৫টা খুন করেছে, এমন হত্যাকারকরা এ-দেশে জন্মেছে। কিন্তু ওই



হত্যাগুলো হয় চার মাসের ব্যবধানে, নয়তো বছর খানেক বা তারও বেশি সময় ধরে ঘটেছে। এক রাতে, কয়েক মিনিটের মধ্যে ৫টি হত্যা 'বিরলতম'। এই প্রতিবেদনে দেশের আলোচিত দশটি খুন-ঘটনার নির্যাস তুলে ধরা হচ্ছে। আর তাতেই প্রমাণিত হবে, খোয়াইয়ের প্রদীপ আদতেই 'খুনি'দের মধ্যে অনন্য!

**ঘটনা একঃ** প্রথমে একটি খুন। তারপর আরেকটি। তারপর আরো একটি। এমন করে মোট ৬ জনকে

খুন করেছিলো কে ডি ক্যামপান্না নামে এক সিরিয়াল কিলার। ১৯৯৯ থেকে ২০০৭ সালের ব্যবধানে প্রত্যেকটি খুনের ঘটনা ঘটে। ৯ বছর ধরে মোট ৬ জনকে খুন করে একজনই। ব্যাঙ্গালোরের ক্যামপান্না সাইনাইড মল্লিকা নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলো। ২০০৭ সালে গ্রেফতার করা হয় তাকে।

**ঘটনা দুইঃ** ২০০৪ সাল। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস। ৬ মাসের ব্যবধানে ১৫টি ক্যান্সাস্তান এবং দুটো ছেলেকে হত্যা করে দাগি খুনি দরবারা সিং। এলাকায় তার নাম ছিলো 'বেবি কিলার'। অধিকাংশ খুনগুলো করেছে শিশুদের গলা কেটে। ২০১৮ সালে জেলখানাতেই মৃত্যু হয় দরবারার।

**ঘটনা তিনঃ** ২০০৬ সাল। উত্তর প্রদেশের নয়ডা অঞ্চল। ডি-৫, সেক্টর-৩১, নয়ডা। এই ঠিকানাটি তখন দেশজুড়ে আলোচনার বিষয়। নিষ্ঠারি সিরিয়াল মার্ডার ঘটনায় তখন তোলপাড় দেশের সর্বত্র। সে বছর ডিসেম্বরের ২৯ তারিখ পুলিশ গ্রেফতার করলো মনিম্বর সিং পানদে এবং সুবিন্দর কোলিকে। ২০০৫ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে, অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

### প্রতিবাদী তদন্ত

শুক্রবার রাত থেকেই খোয়াইয়ের শেওড়াতিলাতে পৌঁছে গিয়েছিলো প্রতিবাদী কলম পত্রিকা দফতরের মোট ৩ জন সাংবাদিক। সঙ্গে দু'জন চিত্র সাংবাদিক। রাজ্যে একমাত্র এই পত্রিকাটিতেই গত শুক্রবারের মধ্য রাতের নৃশংস খুনের ঘটনাটি শনিবার সকালে খবর আকারে প্রকাশিত হয়। সঙ্গে ছবিও ছাপা হয়। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার বিকেল ৪টে পর্যন্ত, ঘটনাস্থলেই ছিলো এই পত্রিকার প্রতিনিধিরা। নানাভাবে পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করে কয়েকটি বিষয় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তুলে ধরতে চায় প্রতিবাদী কলম।

● খুনি প্রদীপ তার দুই সন্তানকে শাবল দিয়ে মারেন। সাত বছরের মন্দিরাকে মাথায় আঘাত করেছে। অনুমান, একটি কাঠের পিড়ি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করা হয়েছে। এক বছর বয়সী অদিতিকে খাটের পায়া ভেঙে আঘাত করা হয়েছে। দুই সন্তানের মধ্যে এক বছরের অদিতিকে বেশি আহত করা হয়। তার মুখ ধোঁতলে দেয় খুনি বাবা।

● ৪৫ বছর বয়সী অমলেশ দেবরায়কে খুন করে প্রদীপ। সম্পর্কে দাদাকে খুন করার জন্য যে শাবলটি ব্যবহার করে সে, তার ওজন ১১ থেকে ১২ কেজি। ওধু তাই নয়, যতগুলো খুন শুক্রবার রাতে প্রদীপের হাতে হয়, তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয় এই ঘটনাটিতেই। বিশেষ ভাবে সক্ষম ছিলেন অমলেশবাবু। পরনে ছিলো একটি গামছা। এতোটা জোরে শাবলের আঘাত খেতে হয় উনাকে যে, মাথা এবং গলার আশপাশ থেকে ফিনকি দিয়ে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## অন্তিম শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। দুর্বৃত্তের আক্রমণে নিহত খোয়াই থানার কর্তব্যরত ইনসপেক্টর সত্যজিৎ মল্লিককে অন্তিম শ্রদ্ধা জানানেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শনিবার বিকেলে ইন্দ্রনগরস্থিত বাসভবনে নিহত পুলিশ অফিসারের পার্শ্বি দেহ এসে পৌঁছালে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ডি এস যাদব ও অন্যান্যরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। মুখ্যমন্ত্রী নিহত ইনসপেক্টর-সহ এই ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবার পিছু তাৎক্ষণিক ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী নিহত পুলিশ ইনসপেক্টর সত্যজিৎ মল্লিকের পরিবার - পরিজনদের সমবেদনা জানান।

### সিপাহিরা সতর্ক হলে বেঁচে যেতেন সত্যজিৎ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। শুক্রবার খোয়াইয়ে পুলিশ আধিকারিক সত্যজিৎ মল্লিক'র নৃশংস খুনের ঘটনায় পুলিশের ভেতরকার মরচে ধরা পদ্ধতি, চিলেচালা প্রশাসন, উর্ধ্বতনের প্রতি অধস্তনের গাজোয়ারি ভাব আর কর্তব্যে ফাঁকিবারিজ ছাপ ধরা পড়েছে। সত্যজিৎ মল্লিক প্রাণ বলিদান দিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন পুলিশের ভেতরকার ফোকলা চিত্র। সহযোগী সিপাহিরা একটু সতর্ক ও সচেতন হলেই বেঁচে যেতেন সত্যজিৎ মল্লিক। পুলিশকে এমন ● এরপর দুইয়ের পাতায়

**মেডিকা সেন্টার আগরতলা**

মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন

**নিউরো ওপিডি**

**ডাঃ সুনন্দন বসু**  
কনসালটেন্ট - নিউরো অ্যান্ড স্পাইন সার্জারি  
MBBS, FRCS, EANS, European Certificate of Neurosurgery

**রেসপিরেটরি ওপিডি**

**ডাঃ নন্দিনী বিশ্বাস**  
কনসালটেন্ট - রেসপিরেটরি মেডিসিন  
MRCP (UK & London) CCT (UK) FRCP (Edin)

তারিখ- 06/12/2021

**7005128797 / 03812310066**

**টেরেসা হেলথ কেয়ার**  
বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকে, নর্থ গেটের সামনে, আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১

### আইন মানেন না রামপদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ নভেম্বর।। যে ধর্মপের শিকার, তার নাম, পরিচয় কোনওভাবেই প্রকাশ করা যায় না, এমনকী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইঙ্গিতও করা যায় না। সেটা যেমন অনৈতিক, তেমনি বেআইনিও বটে, অথচ বিজেপি বিধায়ক, দীর্ঘদিনের সম্বন্ধ কর্মী রামপদ জমতিয়া নির্বাচিতার নাম, স্বামীর নাম, বিস্তৃত ঠিকানা ব্যানারে লিখে অনুগামীদের নিয়ে মিছিল করলেন। হাতে হাতে সেই ছবি ছড়িয়ে পড়ল, সামাজিক মাধ্যমে ভেসে গেল, নির্বাচিতা চিহ্নিত হয়ে গেলেন পুরো দুনিয়ায়। কোনও আইনি পদক্ষেপ এখনও নেওয়া হয়নি। সর্বেচ্চি আদালত এই ব্যাপারে বারো বারো নির্দেশ দিয়েছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অশোক ভূষণ, বিনীত শরণ ও এম আর শাহ'র বেঞ্চ অধস্তন আদালত নির্বাচিতার নাম বিচার প্রক্রিয়ায় উল্লেখ করেছে বলে কড়া কথা বলেছে। প্রক্রিয়াতেও যেন নাম উল্লেখ করা না হয়, তার জন্য সতর্ক থাকতে বলেছে। কয়েক বছর আগে জন্ম-কান্ডের এক শিশু গণধর্মপের পর খুন হয়েছিল। মৃত শিশুর নামও মিডিয়াতে প্রকাশ করা হয়েছিল বলে আদালতের কোর্পে পড়েছিল একাধিক বড় সংবাদমাধ্যম। ২০১৮ সালে বিচারপতি মদন বি লকুর'র বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে একইআর যেন প্রকাশ্যে না থাকে। এই রকম অপরাধের ক্ষেত্রে নির্বাচিতার পরিচয় যে কোনও ● এরপর দুইয়ের পাতায়

**INDIA'S LARGEST SELLING HERBAL BODY OIL**

**Hahnemann's jac OLIVOL®**  
AN EFFECTIVE HERBAL BODY OIL

**ময়শ্চারাইজার নয়!  
আমার চাই বডি অয়েল!!  
'জ্যাক অলিভল'**

**জ্যাক অলিভল** হার্বাল বডি অয়েল আয়ুর্বেদের এক অনন্য আবিষ্কার। শুধু স্বকৈ Italian Olive Oil যুক্ত এই তেল ময়শ্চারাইজারের থেকেও ভাল। ল্যানোলিন ও আয়ুর্বেদিক ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ এই তেলে আছে অর্জুন, দারুহরিদ্রা, মনজিষ্ঠা, নিম্ব ইত্যাদি ও Italian Olive Oil যা আমাদের দেয় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল নিদাগ ত্বক। সম্পূর্ণ শরীরে হাল্কা মালিশে শরীরের সকল ব্যথা, গাঁঠির ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা দূর হয়। ছোঁচখাট পুড়ে যাওয়ায় খুবই কার্যকরী এবং ফোস্কা হতে দেয় না।

**জ্যাক অলিভল** হার্বাল বডি অয়েল প্রতিদিন মাত্র ৫ মিনিটের পরিচর্যা। যা আপনাকে দেয় সুন্দর, সুস্থ, উজ্জ্বল ও কোমল ত্বক।

■ শীতকালে ❄️ স্নানের পরে  
■ গ্রীষ্মকালে ☀️ স্নানের আগে

**Rashmoy Das**  
(AYURVEDA RATNA)  
Creator of the Brand  
**jac OLIVOL®**  
BODY OIL

**Now in NEW PACK**

Manufactured with IMPORTED ITALIAN OLIVE OIL

**সারা বছর তারুণ্যে ভরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল ত্বক**



## সোজা সার্প্টা প্রশ্ন আমার নয়

প্রশ্ণটা আমার নয়। প্রশ্ণটা অনেক বাম কর্মী-সমর্থক এবং একাংশের শহরবাসীর।

পুর নিগম ভোটে ভোট না দেওয়ার জন্য অনেক পরিচিত বাম কর্মী-সমর্থক হুমকি

পেলেও খোদ বিরোধী দলনেতা কি আদৌ ভোট না দেওয়ার জন্য কোন হুমকি

পেয়েছেন ? বাম কর্মীদের উপর হামলা, বাড়িঘরে সন্ত্রাস হলো কিন্তু শহরে সবার

নজরে থাকা বিরোধী দলনেতা বা তার বাড়িতে কি আদৌ কোন হামলা বা সন্ত্রাস

হয়েছে ? পুর নিগম ভোটে ভোট দিতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন অনেক বাম

কর্মী-সমর্থক। বিরোধী দলনেতাকে কি ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে না তিনি

উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়ে এসেছেন ? পুর নিগম ভোটে রাজ্যে যা যা হয়েছে

তারপর অনেক পরিচিত বাম কর্মী-সমর্থক কিন্তু মানসিকভাবে দলবদল বা সমর্থনের

জায়গা বদলের জন্য তৈরি হচ্ছেন। বলতে দ্বিধা নেই, এবারের পুর নিগম ও পুর

ভোটে বামেরা রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই পরাজিত। বিশেষভাবে বাম নেতৃত্বের

ভূমিকায়। দেখা গেছে, নিচুস্তরের বাম কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা হলো,

বাড়িঘরে সন্ত্রাস হলো কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যেন মনের সুখে বাড়িতে ঘুমচ্ছেন।

সেভাবে প্রতিবাদ কোথায় হলো ? কেন ভোটে নামিয়ে নেতারা ভোটের ময়দানে

হাওয়া হয়ে গেলেন। বিজেপি নয়, বিরাট অংশের বাম কর্মী-সমর্থকদের

অভিযোগের নিশানায় এখন কিন্তু খোদ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

## সংসদ অধিবেশনের আগে কংগ্রেসের ডাকা কোনও বৈঠকে থাকবে না তৃণমূল

<b>নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর।।</b>		
সংসদের বাইরে যতই বিভেদ থাক না কেন, সংসদের অন্দরে এতদিন কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝ সাধন করেই চলছিল তৃণমূল।		
কিন্তু সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে সম্ভবত সেটাও হচ্ছে না। তৃণমূল সূত্রের খবর, সংসদ অধিবেশনের আগে কংগ্রেসের ডাকা কোনও বৈঠকেই হাজির থাকবে না তারা। যদিও নাম জানাতে অনিচ্ছুক তৃণমূলের এক নেতা জানিয়েছেন, কংগ্রেসের ডাকা কোনও বৈঠকে হাজির না থাকলেও অধিবেশন কক্ষে তাঁরা হাত শিবিরের সঙ্গে সমঝ সাধন করেই চলবেন।আসলে, সংসদের বিগত দুটি অধিবেশনে বিরোধী একো বেনজির নির্দশ্ন দেখা গিয়েছিল। তৃণমূল এবং কংগ্রেস একে অপরের সঙ্গে সমঝ সাধন করেই চলছিল। এমনকী, কংগ্রেস নেতাদের ডাকা বৈঠকেও নিয়মিত হাজির		
থাকছিলেন তৃণমূলের নেতারা। প্রথম সারির নেতারা না হলেও কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকগুলিতে অন্তত একজন করে প্রতিনিধি পাঠাত তৃণমূল। কিন্তু এবার সম্ভবত সেটা হচ্ছে না। দলের তরফে জানা গেল, সংসদ অধিবেশন চলাকালীন কংগ্রেসের ডাকা কোনও বৈঠকে হাজির থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আগামী সোমবারই রাজসভায় কংগ্রেসের দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়াণে সব বিরোধী দলকে নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন। সেই বৈঠকেও সম্ভবত গরহাজির থাকবে তৃণমূল মূলত দলের গোয়া ইউনিটের আপত্তিতেই		
সংসদের অধিবেশনে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার পথে হাঁটছে না তৃণমূল কংগ্রেস। আসলে এই মুহূর্তে গোয়াতে বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও লড়াইে তৃণমূল। তাই সেরাজের নেতারা চাইছেন না সংসদের		
অধিবেশনে কংগ্রেস এবং তৃণমূল একমঞ্চে থাক। তাতে গোয়াবাসীর উদ্দেশ্যে ভুল বার্তা যাবে বলেই মনে করছেন তাঁরা। নাম জানাতে অনিচ্ছুক দলের এক নেতা জানাচ্ছিলেন,” দলের সঙ্গে সরাসরি কোনও বৈঠকে যেন আমরা না থাকি। কারণ গোয়ায় আমাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও লড়াইে হচ্ছে।”বস্তুত, কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের দ্বন্দ্ব বেশ কিছুদিন আগেই বেড়েছে। রাজ্যে রাজ্যে যেভাবে কংগ্রেসের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তৃণমূল বাড়ছে, তাতে প্রমাদ গুনছেন হাত শিবিরের অনেক নেতাই। তাঁরা অভিযোগ করছেন, এভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে আসলে বিজেপিরই উপকার করছে তৃণমূল। যদিও, তৃণমূলের সাফ কথা, মমতা বাংলায় কীভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, সেটা সকলেই জানেন। তাই এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।		

### দাবি ট্রাফিকের

● **তিনের পাতার পর**    যানবাহনগুলি হঠাৎ বের হয়ে যাচ্ছে কিংবা না দেখেই ঢুকে পড়ছে। যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে সেখানে। শনিবারও এক যুবক দুর্ঘটনার শিকার হন। জানা গেছে, হাসপাতালের ভেতর থেকে একটি অটো বের হচ্ছিল। এমন সময় রাস্তা ধরে যাওয়া এক বাইকের সাথে অটোর সংঘর্ষ ঘটে। আহত হন বাইক চালক। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রাফিক পুলিশ থাকলে হয়তো এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতো না। তাই দাবি উঠছে পুনরায় হাসপাতালের সামনে পুলিশের ব্যবস্থা করা হোক।

### চোখের জলে শহিদ বিদায়

● **তিনের পাতার পর**    ঘটনার কোনও কিছু আঁচ পাওয়ার আগেই প্রদীপের শাবলের আঘাতে গুরুতর জখম হন সত্যজিৎ। কোনওভাবেই পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানরা প্রদীপকে নিরস্ত্র করেন। তাকে আটক করে খোয়াই থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হাত-পা বঁধে রাখলেও কোনওভাবেই দমনোে যাচ্ছিল না প্রদীপকে। এই ঘটনা যেন শেওড়াভলি, উত্তর রামচন্দ্রঘাট, ভিড় ডেমুহকির মতো মনে করিয়ে দেয়। গোটা ঘটনা এখন খোয়াই এলাকাবাসীরা অজানা আতঙ্কে রয়েছেন। নিজের অল্পে দুই শিশুসন্তানকে হত্যা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না কেউ। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনও বাবা তার নিজের সন্তানকে হত্যা করতে পারেন না। এদিন সত্যজিৎের মৃতদেহ খোয়াই থানায় নিয়ে আনা হলে এখানে তাকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তা-সহ প্রশাসনের

## খুন নাবালিকা মায়ের

● **ছয়ের পাতার পর**    করা হয় এবং তাকে হেফাজতে নিয়ে জুডেনাইল কারেকশনাল হোমেও পাঠানো হয়। কিন্তু শারীরিক জটিলতার কারণে কিশোরীর গর্ভপাত করানো সম্ভব হয়নি। এরপর গত অক্টোবরে সে সন্তানের জন্ম দেয়। এর কিছুদিন পরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মেয়েটি পুলিশকে জানায় ধর্ষণ ও তার জেরে অপমানের কারণে সে-ই শিশুটিকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করেছে। শিশুটির শরীরের মরনাতদন্তের পর মেয়েটির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে গোটা ঘটনায় হতচকিত পুলিশ কর্তারাও।

### উইকেট খোয়ালো ভারতও

● **সাতের পাতার পর**    সাউদির বলে বোল্ড হয়ে ফিরে গিয়েছেন গিল। ক্রিকে রয়েছে পূজারা এবং মায়াক্স। দিনের শেষে ৬৩ রানের লিড নিয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তিদায়ক অবস্থায় টিম ইন্ডিয়া। কানপুরের ঘূর্ণি পিচে এই ৬৩ রান নেহাত কম পুঁজি নয়। তবে, এদিন সার্বিকভাবে ভারত স্বস্তিতে থাকলেও দুটি বিষয়ে খচখচানি থেকেই যাচ্ছে ভারতীয় শিবিরের। প্রথমত, স্বচ্ছিন্নমান সাহার চোট। তৃতীয় দিন ঘাড়ের চোটের জন্য কিপিং করেননি স্বচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ত রবি অশ্বিন এবং আম্প্পায়ারের মধ্যে অযাচিত বিতর্ক। এদিন বোলিংয়ের সময় অশ্বিনের ফলো-থ্রু নিয়ে আপত্তি তোলেন আম্প্পায়ার।নতিন নয়। যা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথ্য কাটাকাটি হয় অশ্বিন এবং আম্প্পায়ারের মধ্যে। আসরে নামতে হয় অধিনায়ক রাহানে এবং কোচ দ্রাবিড়কেও।

### জিতলো সবুজ-মেরুন

● **সাতের পাতার পর**    তিনি।২২ মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেন লিস্টন কোলাসো। ছগো বুমাসের বাড়িয়ে দেওয়া লম্বা থ্রু ধরে নেন লিস্টন। তাঁকে আটকাতে গোল ছেড়ে এগিয়ে আসেন অরিন্দম। লাল-হলুদ অধিনায়ককে ধরাশায়ী করে ফাঁকা গোল খুঁজে নিলেন লিস্টন। ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান চোটের জন্য মাঠ ছাড়তে হল তাঁকে। কোচ ম্যানুয়েল দিয়াস নামিয়ে দিলেন তরুণ শুভম সেনেকে। প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকেই শেষ করে মোহনবাগান দ্বিতীয়ার্ধেও লাল-হলুদকে চাপে রেখেছিল মোহনবাগান। গোটা মাঠে গোলমুখী শটই নিতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। বার বার আক্রমণে উঠে আসছিলেন রয় কুশরা। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নিতেই পারতেন তাঁরা। নিজেদের ভুলেই তা হল না।

### গুদামে লাগানো হয়েছে আগুন

● **আটের পাতার পর** -    লেগেছে তা আর রেহাই দেয়নি কিছুই। উৎপল সাহার পরিবারের তরফে এদিন অভিযোগ করে বলা হয়েছে, তারা নিশ্চিত ভোট দেওয়ার অপরাধেই তাদের ডেকোরেশনের গুদামে আগুন লাগানো হয়েছে। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, এলাকাটি ঘন বসতি হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে এগিয়ে থেকেই শেষ করে মোহনবাগান দ্বিতীয়ার্ধেও লাল-হলুদকে চাপে রেখেছিল মোহনবাগান। গোটা মাঠে গোলমুখী শটই নিতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। বার বার আক্রমণে উঠে আসছিলেন রয় কুশরা। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নিতেই পারতেন তাঁরা। নিজেদের ভুলেই তা হল না।

● **আটের পাতার পর** -    লেগেছে তা আর রেহাই দেয়নি কিছুই। উৎপল সাহার পরিবারের তরফে এদিন অভিযোগ করে বলা হয়েছে, তারা নিশ্চিত ভোট দেওয়ার অপরাধেই তাদের ডেকোরেশনের গুদামে আগুন লাগানো হয়েছে। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, এলাকাটি ঘন বসতি হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে এগিয়ে থেকেই শেষ করে মোহনবাগান দ্বিতীয়ার্ধেও লাল-হলুদকে চাপে রেখেছিল মোহনবাগান। গোটা মাঠে গোলমুখী শটই নিতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। বার বার আক্রমণে উঠে আসছিলেন রয় কুশরা। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নিতেই পারতেন তাঁরা। নিজেদের ভুলেই তা হল না।

● **আটের পাতার পর** -    লেগেছে তা আর রেহাই দেয়নি কিছুই। উৎপল সাহার পরিবারের তরফে এদিন অভিযোগ করে বলা হয়েছে, তারা নিশ্চিত ভোট দেওয়ার অপরাধেই তাদের ডেকোরেশনের গুদামে আগুন লাগানো হয়েছে। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, এলাকাটি ঘন বসতি হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে এগিয়ে থেকেই শেষ করে মোহনবাগান দ্বিতীয়ার্ধেও লাল-হলুদকে চাপে রেখেছিল মোহনবাগান। গোটা মাঠে গোলমুখী শটই নিতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। বার বার আক্রমণে উঠে আসছিলেন রয় কুশরা। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নিতেই পারতেন তাঁরা। নিজেদের ভুলেই তা হল না।

## বাম নেতা ক্ষিতি গোস্বামীর

## মেয়ে তৃণমূল প্রার্থী

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর।**। বাম নেতা ক্ষিতি গোস্বামীর মেয়ে বসুন্ধরা গোস্বামীকে কলকাতা পুরভোটের প্রার্থী করে শুক্রবার রাতে চমক দিয়েছে শাসক দল তৃণমূল। ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের টিকিট পেয়ে বসুন্ধরার নাম দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তার প্রেক্ষিতেই তিনি বলেন, “নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থানকে সব সময় স্যালুট করে এসেছেন বাবা।”বাম নেতার ঘরে জন্মালেও নিজে কোনও দিন বাম-রাজনীতি করেননি বসুন্ধরা। আর এখন তাঁর নেত্রী মমতা, যিনি বরাবর বাম-শাসনের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছেন। এতে বাম-শিবিরের অস্বস্তিতে পড়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁর বাবা বরাবরই মমতাকে স্বচ্ছার দৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই জানালেন পেশায় মনস্তত্ত্ববিদ বসুন্ধরা। তাঁর কথায়, “বাবা-মামা-দাদা-কাকাদের হাত ধরে নয়, সম্পূর্ণভাবে নিজে লড়াই করে পাঁচ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছেন আমাদের নেত্রী। বাবা বরাবর তা বিশ্বাস করতেন।” বসুন্ধরা আরও বলেন, “বাম-শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্য নিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল গমন করেছিলেন মমতা। এই জন্য বাবা ওঁর প্রশংসাও করতেন।”২০১৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রয়াত হন আরএসপি নেতা ক্ষিতি। তার পরের বছরই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন বসুন্ধরা। কিন্তু কখনওই তাঁকে মাঠে-ঘাটে নেমে সক্রিয় রাজনীতি করতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি তৃণমূলের মুখপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় স্তরে ‘বঙ্গ রাজনীতিতে নারীশক্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধে মমতাকে নিয়ে লেখার জন্য কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল অনিল বিশ্বাসের কন্যা অজ্ঞাতা বিশ্বাসকে। সেই সময় অজ্ঞাতার সমর্থনে এগিয়ে এসে ঘাসফুল শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বের নজর কেড়েছিলেন বসুন্ধরা। সেই সময় ক্ষিতি-কন্যা লিখেছেন, “সিপিএমের এই সব আচরণ বহু প্রতিভাকে বামফ্রন্টের ছোত থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছে। ওরা সবেতেই চক্রান্তের গন্ধ দেখে। বদনাম দেয়। তারপর শাস্তির পথে যায়। এই খেলা মানুষ ধরে ফেলেছেন। প্রকৃত বাম মনোভাবাপন্ন স্বাধীনচেতা মানুষ কোনও অবস্থায় এটা মানবে না। এই করতে করতে বামফ্রন্টকে শূন্যে নামিয়েছে সিপিএম। তাতেও শিক্ষা হয়নি।” দেশের বর্তমান রাজনৈতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বসুন্ধরা বিশ্বাস করেন, “দেশের স্বার্থে বিজেপি-র বিরুদ্ধে আমাদের একজোট হওয়া প্রয়োজন।”

## পিএফ অ্যাকাউন্টে টাকা জমা বন্ধ হতে পারে!

**নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর।**। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলের (এমপ্রুজিগ্র প্রভিডেন্ট ফান্ডের বা ইপিএফ) ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (ইউএএন)—এর সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে আধার কার্ড যুক্ত করার সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী ৩০ নভেম্বর। হাতে রয়েছে আর তিনদিন। তাই এর মধ্যে পিএফ—আধার না জুড়লে পিএফের সমস্ত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কর্মচারীদের। কেন্দ্রের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পিএফ—আধার লিঙ্ক না করা হলে ইপিএফ খাতে কর্মচারীদের বেতন থেকে কাটা এবং নিয়োগকারীর তরফে প্রদেয় টাকা পিএফ দপ্তরের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে না। এমনকি চাকরি ছাড়ার পরে পিএফের টাকা তুলতেও সমস্যা হবে। কোড অফ শোশ্যাল সিকিউরিটি ২০১০-র ১৪৪ ধারার সংশোধন করে চলতি বছরের জুন মাসে কেন্দ্র নির্দেশ দিয়েছিল, পিএফের যে সব সদস্য ৩১ আগস্টের মধ্যে তাঁদের ইউএএন এর সঙ্গে আধার কার্ড জুড়বেন না, পিএফ খাতে তাঁদের বেতন থেকে কাটা এবং নিয়োগকারীর তরফে প্রদেয় টাকা পিএফ দফতরের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে না। এমনকি পিএফ সংক্রান্ত সমস্ত পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত হবেন তাঁরা। ওই সময়ের মধ্যে চাকরি ছাড়লে পিএফের টাকাও ঢোলা যাবে না। কেন্দ্রের ওই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিল শিল্প সংস্থাগুলির সংঠন ‘ন্যাশনালিশেশন অফ ইন্ডাস্ট্রিজ’। এরপর দিল্লি হাইকোর্ট পিএফের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করার সময়সীমা ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। অশ্রদ্ধা উক্ত—পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বাসিন্দা সব কর্মচারী এবং অন্য রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পিএফের সঙ্গে আধার সংযুক্তির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে কেন্দ্র।

### পণের বলি বধু

● **তিনের পাতার পর**    এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দেশেশ এবং সঙ্গীতার মাত্র দু’বছর আগে গিয়ে হয়েছিল। বর্তমানে তাদের একটি সন্তানও আছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, মায়ের মৃত্যুর পর ছোট শিশুটির কি হবে? সঙ্গীতার মা মেয়ের মৃত্যুতে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। তিনি চিকিৎকার করে বলেছেন, তাদের মেয়েকে খুন করে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলা চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তাদের সন্দেহ সঙ্গীতাকে খুনের পর তার মৃতদেহ বুলিয়ে দেওয়া হয়।

### এবার মমতার ভাতুবধু

● **ছয়ের পাতার পর**    উন্নয়নই লক্ষ্য হবে। দিদি এটাই চান। উল্লেখ্য, এবার বেশ কয়েকজন নেতার আত্মীয়কে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এদের মধ্যে রয়েছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ছেলে সৌরভ ভট্টাচার্য, তারক সিংয়ের মেয়ে কৃষ্ণা সিং, শশী পাঁজার মেয়ে পূজা পাঁজা, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বোন তনিমা মুখোপাধ্যায়।

### আসছে বাতিলের বিল

● **ছয়ের পাতার পর**    কৃষকেরা। কর্মসূচি অনুযায়ী ঠিক ছিল, ১০০০ জন কৃষক ৬০টি ট্রাক্টর চড়ে সংসদ অভিযান যাবেন। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী জানিয়েছেন, কৃষকদের বিভিন্ন দাবিবাওয়া খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতিকে আরও স্বচ্ছ করার বিষয়টিও রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

### ডেন্টালও প্রতিবন্ধী

● **ছয়ের পাতার পর**    সংক্রমণের হিসাবে ওমিক্রন যদি ডেন্টালকে ছাপিয়ে যায় তবে বিশ্বজুড়েও তা-ই হবে, এমনটা নয়। যেমন করোনো ভাইরাসের অলফা রূপ ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও দক্ষিণ অফ্রিকায় খুব একটা সংক্রমণ ছড়াতে পারেনি। মোদি বনাম বিজেপির লড়াই দেখার চারা ২০২৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ডেন্টা-ওমিক্রন দ্বৈরৈখের ফল জানা যাবে তার ঢের আগেই।

### বেপাতা শিক্ষক

● **আটের পাতার পর** -    এমনিতেই শিক্ষক সংকটে নাজেহাল মাদ্রাসা। গোদের ওপর বিবরণীভা হয় বাড়িয়েছে ওই শিক্ষকের অনুপস্থিতি। ফলে পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। বহুরার এই বিষয়টি টেকনিকভাবে জম্পাইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হয়েছিল। তারপরও কোনো কাজ হয়নি। কাউকে পাত্তা দিচ্ছেন না শিক্ষক এরশাদ আলম। তিনি অম্মাতর শিক্ষক। প্রমোদনগর মাদ্রাসার ইন্সার্জ এবং এসএমসির চেয়ারম্যান এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। ওই শিক্ষকের বেতন হয় সোানমুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস থেকে। মাস গেলেই পেয়ে যাচ্ছেন মাইনে। কিন্তু কিভাবে হচ্ছে তা নিয়ে অবাক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এক অদৃশ্য ক্ষমতার জোরেই এই দাপট খাটিয়েছেন ওই শিক্ষক।

### নিহত প্রবীণ

● **আটের পাতার পর** -    সড়ক দিয়ে একটি বেসরকারি স্কুলের বাস প্রত্যেকদিন বেপরোয়াভাবে লচাল করে বলে অভিযোগ। পুরোনো বাসগুলির দুষ্টবর্ণ নিয়ন্ত্রণের শংসাপত্র নেই বলে অভিযোগ রয়েছে। শনিবার দুপুর ১২টা নাগাদ বেণু দেববর্মী বড়জলা থেকেই বাইসাইকেলে মোরিস্টারভের দিকে যাচ্ছিলেন। অভয়নগরে আবার সময় পেছদদিক থেকে অঞ্জলিফ্যান স্কুলের বাসটি তাকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। আশপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে বাসটি আটক করে। এর মধ্যেই দুই যুবক ঘটনার মোবাইলে ভিডিও বন্দি করতে চাইছিলেন। গাড়ি চালক-সহ ওই দুই যুবককেও গিটিনি দেয় প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অভয়নগর ফাঁড়ির পুলিশ। মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পানীতুনো হাওজি হাসপাতালে। পুলিশ বাস এবং চালককে আটক করেছে। এনিয়ে একটি মামলাও নেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, বেপরোয়া গতিতে বাসটি চলালের ফলেই দুর্ঘটনা হয়েছে।

### শ্রমিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত আইএসবিটি

● **আটের পাতার পর** -    সংঘর্ষ। সকাল থেকে দুই গোষ্ঠীর দফায় দফায় মারপিট চলে। নাগেরজলা অটো সিভিকিট এবং চন্দ্রপুরের অটো শ্রমিকদের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে যায়। প্রথমে চন্দ্রপুরের অটো শ্রমিকদের হাত তোলা হয় বলে অভিযোগ। শনিবার এনিয়ে চন্দ্রপুর আইএসবিটি উন্নয়ন সমিতি মীমাংসার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু নাগেরজলা অটো সিভিকিট থেকে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে। নাগেরজলা অটো সিভিকিটের কর্মী লিটন কর-কে চন্দ্রপুরে অনেকে মিলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়। উল্টোদিকে চন্দ্রপুর অটো সিভিকিটের শ্রমিকদের পাল্টা অভিযোগ, লিটন কর-সহ তার দুর্বৃত্ত বাহিনী শ্রমিকদের মারধর করেছে। চন্দ্রপুর অটো স্ট্যান্ডের ভেতর ঢুকে শ্রমিকদের আক্রমণ করা হয়েছে। দুটি অটো সংগঠনই বিএমএস’র আওতাধীন। মারধরের ঘটনায় বেশ কিছু সময় চন্দ্রপুর আইএসবিটি থেকে যান চলাচল বন্ধ হয়ে থাকে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। তারা যে যেভাবে পারে এদিক ওদিক ছুটতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই উত্তেজনা চলতে থাকে। তবে পুলিশের ভূমিকায় ফ্লোভ প্রত্যক্ষদর্শীদের। প্রকাশ্যে অটো শ্রমিককে মারধর করা হলেও থানার পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করতে এগিয়ে যায়নি।

## প্রতিবাদী তদন্ত

● **প্রথম পাতার পর**    রক্ত ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি দূরে গিয়ে পড়ে।
● **অনুমান**, খুনি প্রদীপ তার স্ত্রী মীনা দেবরায়ের সঙ্গে তাদের রান্না ঘরে প্রথম বচসা শুরু করে। রান্না ঘরে বেশ কিছু জিনিস উলট-পালট অবস্থায় পাওয়া যায় এদিন। প্রদীপ পেশায় রডমিস্ত্রি হওয়ার সুবাদে তাদের ঘরে ছোট এবং মাঝারি সাইজের বেশ কিছু রডের টুকরো এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ছিলো। সেগুলো দিয়েই প্রদীপ তার স্ত্রী মীনাদেবীকে আহত করে। শুধু তাই নয়, রান্না ঘরে বেশ কয়েকটি জায়গায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ ছিলো। রান্নাঘরে খুন করার উদ্দেশ্যে প্রদীপ ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে কাউকে আহত করেনি।
● বাড়ির উঠানে একটি তুলসী গাছের সামনেও রক্তের বিন্দু পাওয়া যায়। ধারণা করা যাচ্ছে, শাবলের ঘা-এ ফিনকি দিয়ে যে রক্ত বেরিয়েছে, তা উঠোন পর্যন্ত ছড়ানো।
● খুনীরা খুন করার পর পুলিশের গাড়ির হর্ন অথবা পোশাকধারী পুলিশদের দেখলে সাধারণত ভয় পায়। প্রদীপের বেলায় ঠিক উল্টোটা ঘটেছে। আসামিকে ধরার জন্য ইন্সপেক্টর সত্যজিৎ মল্লিক যখন একা তার ঘরমুখী, তখন তাকে হত্যা করার জন্য শাবল এবং সঙ্গে দুটো কাঠ ব্যবহার করেছে প্রদীপ। কাঠের টুকরোগুলো কাঁঠাল গাছের বলে অনুমান।
● রাস্তায় বেরিয়ে যে একজন অটোযাত্রীকে হত্যা করেছে প্রদীপ, তার বেলায় শাবল ব্যবহার হয়নি। সেই ক্ষেত্রেও ধারালো অন্য কোনও অস্ত্র ব্যবহার করেছে সে। তবে, সেই যাত্রী যতটা না আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে উনার স্নায়ু দুর্বলতা।
● মা কালী আসরে, করুণাক্ষের মালা আছে আমার কাছে ইত্যাদি কথা বলছে প্রদীপ। এগুলো ভভামি বলেই অনুমান। প্রদীপের এই হত্যালীলার পেছনে ‘কারণ’ একটা আছে। সেটা কী, তা খুঁজে বের করাই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ।

### বেঁচে যেতেন সত্যজিৎ

● **প্রথম পাতার পর**    করণ পরিণতির মুখোমুখি হতে হতো না। অথচ সহযোগী সিপিআর ছিলেন একেবারেই নির্লিপ্ত। সত্যজিৎবাবু শাবলের কোপ খেয়ে প্রায় আধ ঘণ্টার উপর সময় ঘটনাস্থলেই পড়েছিলেন। কিন্তু গাড়িতে বসে থাকা তিন কনস্টেবল একটু মুখ বের করেও তাকাননি। আধ ঘণ্টা পর তাদের যেন সন্ধিত ফেরে। গাড়ি থেকে মাথা বের করে সামনে তাকাতেই দেখেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় কৌকড়াচ্ছেন তাদের স্যার। সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিৎবাবুকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা দেন তারা। অথচ আধ ঘণ্টা আগে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা গেলে হয়তো-বা ইন্সপেক্টর সত্যজিৎ মল্লিককে অনার্যসেই বাঁচিয়ে ফেলা যেতো। শুক্রবার রাতের ঘটনার পর থেকে পুলিশে জল্পনা শুরু হয়েছে — তবে কি শোলনলচে বদলে পুলিশি সিস্টেমকে সাজাতে হবে নতুন করে? রাজ্য পুলিশের বন্দুকগুলোর মতোই যেন জং ধরে গিয়েছে সিস্টেমও। এখন আর আগেমনে জানো তা আধিকারিকের সঙ্গে যাওয়া সিপিআি গাড়ি থেকে নেমে পরিষেব পরিস্থিতি পরব্বত করে আধিকারিককে বিস্তারিত জানান না। বরং অস্ত্রন সিপিআর বসে থাকা গাড়ির অভ্যন্তরে। আর উর্ধ্বতন আধিকারিক ঘুরে বেড়ান নিশ্চি্ট কাজে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কথা অধস্তন কর্মচারীরা প্রত্যাহান করেন মুখে মুখে। এটাই যেন এখন এক রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে প্রত্যেক থানা বা ফাঁড়িতে নিয়োজিত পুলিশ কখনও রাইফেল, কখনও লাঠি নিয়ে ভ্রমশাশিতে বের হতেন। কিন্তু বর্তমানে কনস্টেবলরা হাতে লাঠি নিতেই লজ্জা পান। যে বন্দুক কাঁধে নিয়ে তারা ঘুরেন সেই বন্দুকের নব্বই শতাংশই অকসেজ। কারণ, এই বন্দুক দীর্ঘদিন অপরিস্কার অবস্থায় রয়েছে। কিনে আনার পর এর থেকে কোনওদিন গুলি বেরোয়নি। ফলে, দীর্ঘদিন পড়ে থাকতে থাকতে জং এমনভাবে ধরেছে প্রয়োজনের সময়েও বন্দুক থাকবে জগন্নাথ হয়ে। পাশাপাশি প্রতি বছরই কনস্টেবল এবং আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে আগে এ জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতি বছরই হতো। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে তা অবলুপ্ত। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও সত্যজিৎ মল্লিক বলেন, “প্রশিক্ষণহীনতায় পুলিশি শৃঙ্খলার নানা অধ্যাও এখন মনের বাইরে। পুলিশ আর কর্মী আধিকারিকদের ফায়ারিং রেঞ্জে দু’বছর পর পর প্রশিক্ষণ হয়। তাও এখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। এখন পুলিশের সবচেয়ে বড় কাজ কালেশশন। কোন থানার পুলিশ কত বেশি টাকা জমা দিতে পারবে তার উপর তার অন্যান্য বিষয়বলী নির্ভর করছে। বন্মনগরেও একই ভাবেই মৃত্যু হয় পুলিশ আধিকারিক রাষ্ট্রলের। এবার সত্যজিৎ মল্লিক কনস্টেবলরা আধিকারিকের সঙ্গে হাতে হাতের সরকালের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রশাসনের ও পুলিশের কাছে, তখন সাধারণ মানুষের অধিকার, ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ কটাত। রাজ্যে শাসক দলের নেতাদের শিক্ষা, ভবাতা, সৌজন্য, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, এই বিষয়গুলি প্রথম থেকেই প্রস্রব্ধ। বার বার এইরকম ঘটনায় প্রশ্নের জবাবও যেন বেরিয়ে আসছে।

## আইন মানেন না রামপদ

● **প্রথম পাতার পর**    ভাবেই প্রকাশ করা যাবে না, এটা নতুন কিছু নয়, অথচ শাসকদলের আইনপ্রণেতার নেতৃত্বেই সেরকম করা হল। ব্যানারে শুধু নির্যাতিতার নাম, স্বামীর নাম, বিস্তৃত ঠিকানা লিখেই ক্ষান্ত দেননি বিধায়ক রামপদ জমাদিয়া ও তার দলবল, করে নির্যাতন হয়েছে, তার তারিখও লিখে দেওয়া হয়েছে। জমাদিয়া হদা’র নামে বিধায়কের নেতৃত্বে যুবক-যুবতিদের হাতে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড ধরিয়ে দৌরদলের ফাঁসির দাবি করা হয়েছে। সুষ্ঠু বিচারের দাবি করা, চাওয়া, যেকোনো নাগরিকের অধিকার, তেমনি নির্যাতিতার অধিকার বজায় রাখাও কর্তব্য এবং আইনি বাধ্যবাধকতা। শাসকদলের আইনপ্রণেতাই এই নৈতিকতার বালাই নেই, উলটে নবীন যুবক-যুবতিদের ধোআইনি, অনৈতিক কাজে হাতে ধরে দীক্ষা দিলেন তিনি। আরেকটা জিনিসেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে শাসক দলের বিধায়ককেই বিচারে হাত ব্যানার হাতে নামতে হয়েছে হাতে হাতের সরকালের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রশাসনের ও পুলিশের কাছে, তখন সাধারণ মানুষের অধিকার, ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ কটাত। রাজ্যে শাসক দলের নেতাদের শিক্ষা, ভবাতা, সৌজন্য, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, এই বিষয়গুলি প্রথম থেকেই প্রস্রব্ধ। বার বার এইরকম ঘটনায় প্রশ্নের জবাবও যেন বেরিয়ে আসছে।

### ইতিহাসে প্রদীপ এখন ‘সেনসেশন’

● **প্রথম পাতার পর**    মোট ১৯টি খুন করেছিলো ওই জুটি। এই অপরাধের জন্য দু’জনকেই গ্রেফতার করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয় পুলিশ প্রশাসন। ২০১৭ সালে আদালত দু’জনের ফাঁসির আদেশ দেন।

**ঘটনা চার ২০০৫** থেকে ২০০৯ সাল। এই চার বছরের ব্যবধানে মোহন কুমার নামে এক খুনি মোট ২০টি খুন করেছিলো। মহিলাদের সঙ্গে রাত্রিবাস করে সে তাদেরকে প্রাণে মেরে ফেলতো। এটাই দেশা ছিলো মোহনের। কন্ট্রাসেপটিভ ট্যাবলেট নামে    তাদের প্রত্যেককে সায়ানাইড ট্যাবলেট খাইয়ে দিতো। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেন একেকজন মহিলা। ২০১৩ সালে ফাঁসির আদেশ হয় মোহনের নামে।

**ঘটনা পাঁচ ২০০২** থেকে ২০০৪। এই দুই বছরের ব্যবধানে মোট ৪০ জনকে খুন করেছে দেবেন্দ্র কুমার নামে এক সিঁরিয়াল কিলার। দেশোহর্ষক একেবারেই খুনের ঘটনা। দেশোয় আবুদেিক চিকিৎসক দেবেন্দ্র কুমার রাতের আঁধারে গাড়ি চালকদের জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতো। কাউকে গলা কেটে, কাউকে সায়ানাইড ট্যাবলেট খাইয়ে দিতো, কাউকে চাকু দিয়ে পেছন থেকে খুন করাই ছিলো ডাক্তার দেবেন্দ্র’র দেশা। খুন করার পর গাড়িগুলো নানাভাবে বিক্লি করে দিতো। উত্তরপ্রদেশের গোেরগাঁও ও রাজস্থান অঞ্চলে তখন দেবেন্দ্র মানে ‘আতঙ্ক’। ২০০৮ সালে ফাঁসি আসে হয় তার নামে।



# চার্জশিটে থেকেও অধরা অঞ্জন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। এনডিপিএস মামলায় চার্জশিটে অভিযুক্ত হলেও সংস্কারপন্থী অঞ্জনকে গ্রেফতার করার সাহস দেখাতে পারছে না পুলিশ। মোগাশ্বোর অতি ঘনিষ্ঠ এবং সংস্কারপন্থী এক মন্ত্রীরা কাছের লোক হিসেবে পরিচিত অঞ্জন রাজা ফেপিডিলের অন্যতম বড় কারবারি। পূর্ব থানায় ১৭০/২০১৮ নম্বর মামলায় এ ন ডি পি এস - ব. ২২(সি)/২৫/২৯ ধারায় পুলিশের দেওয়া চার্জশিটে নাম উঠে এসেছিলো অঞ্জনের। এই মামলায় দুই মাস আগেই পুলিশ শংকর দেবনাথ ওরফে রজত পালকে গ্রেফতার করেছিলেন কলেজটিলা ফাঁড়ির ওসি অরিন্দম রায়। খোদ আইজি (আইন শৃঙ্খলা) অরিন্দম নাথ’র নির্দেশেই এই থেফতার হয়েছিলো। কিন্তু এই মামলায় আগেই পুলিশ একটি চার্জশিট জমা করেছিলো। এই চার্জশিটে ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই

ফেপিডিল উদ্ধারের পর মূল অভিযুক্তদের সঙ্গে যারা কথা বলেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলো অঞ্জন। কলেজটিলা ফাঁড়ির তৎকালীন ওসি চার্জশিটের মধ্যে ৭টি মোবাইল নম্বর উল্লেখ করেছিলেন।সিডিআর সূত্র ধরে এই নম্বরগুলি পাওয়া গিয়েছিলো। এই সূত্র ধরেই পুলিশ কমলেন্দু ধর এবং অসীমকে জালে তুলেছিলো। অথচ সিডিআর সূত্র ধরে পাওয়া মোবাইল নম্বরের মূল অভিযুক্ত অঞ্জনকে গ্রেফতার করার সাহস এখনও পর্যন্ত দেখাতে পারেনি পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের থেকে ৭ লক্ষ টাকার উপর পুলিশের এক অফিসার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠলেও অঞ্জন নিয়ে তদন্ত কোনওদিকে এগোতেই নারাজ কলেজটিলা ফাঁড়ির বর্তমান ওসিও। ওই সময় সিডিআর সূত্র ধরে পুলিশ যে সাতটি নম্বর পেয়েছিলো তার মধ্যে ছিলো ৯ ৭ ৭ ৪ ০ ১ ৪ ০ ৫ ৪ /৯৪০৬৭৪৮৮১৩/৭৬০০৯৪৯২৬০, ৯৮৬২১০৮০৭৩। এর মধ্যেই একটি নম্বর ছিলো অঞ্জনের। অঞ্জন

মামলা চলাকালীন সময় এই নম্বরটি ছেড়ে দেয়। ফেপিডিলের অন্যতম বড় কারবারি অঞ্জনের সঙ্গে পুলিশ সংস্কারপন্থী এক বিধায়ক সহ মোগাশ্বোর জড়িত থাকার নাম পায়।২০১৮ সালে ফেপিডিল ভর্তি একটি লরি যখন আটক হয়েছিলো ওই সময় লরির চালককেও এই অঞ্জন ফোন করেছিলো। অথচ এনডিপিএস-র মতো গুরুতর মামলায় অঞ্জনের নামে পুলিশের তদন্ত আলাদাভাবে কোনও চার্জশিট নেই। শুধুমাত্র তার একটি মোবাইল নম্বরই উল্লেখ রয়েছে। জানা গেছে, এই অঞ্জন রাজা অতিথিশালা বিপ্লব হঠাৎ স্লোগানে শামিল ছিলো।ওই সংস্কারপন্থী এক বিধায়কের অতি ঘনিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টি নজরে চলে আসে পুলিশেরও। সম্প্রতি যোগেন্দ্রনগর এলাকায় অঞ্জনের বাড়িতে ভাঙুর হয়। এই ভাঙুচুরের পর রাজা সরকারের এক সংস্কারপন্থী মন্ত্রী এবং মোগাশ্বো ছুটে যান। তারা গিয়ে অঞ্জনের পাশে দাঁড়ান। এই ঘটনার পর কলেজটিলা ফাঁড়ির ওসি আর কোনওভাবেই চারতলা

বাড়ির মালিক অঞ্জনের গায়ে হাত দিতে সাহস পাচ্ছে না। এমনকী নেশা কারবারি এই অঞ্জনের আগের মামলাগুলিতেও যেন ছাড় পত্র পেয়ে গেছে। রাজা পুলিশের আইজির (আইন শৃঙ্খলা) নির্দেশে ২০১৮ সালে ফেপিডিল উদ্ধারের মামলা ভট্টপুকুরের রজতকে অবশ্যেই গ্রেফতার করা হয়। অথচ ছাড় পেয়ে গ্রেফতার অঞ্জন। পাল্টা সংস্কারপন্থী থেকে এখন অঞ্জন হয়ে উঠেছে বড় নেতা। মন্ত্রী পর্যন্ত তার পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। পুরভোটকে কেন্দ্র করে আগরতলায়ও বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙুর হয়েছে বলে অভিযোগ। অথচ কোনও বাড়িতেই রাজা সরকারের মন্ত্রী বা শাসক দলের বিধায়ককে ছুটে যেতে তেমনভাবে দেখা যায়নি। কিন্তু অঞ্জনের জন্য মন্ত্রী সহ বিধায়ক ছুটে গেছেন। এখন অনেকেরই প্রশ্ন, রাজা পুলিশ আদৌ ফেপিডিল কারবারি অঞ্জনকে গ্রেফতার করতে পারবে কিনা? নাকি ৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আদালতে যাওয়ার আগেই মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে এই অঞ্জন। ২০১৮

সালের বিপুল পরিমাণে ফেপিডিল উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ আবুল হোসেন, শুভঙ্কর দেবনাথ,কমলেন্দু ধরকে গ্রেফতার করেছিলো।কমলেন্দুর মোবাইলে সিডিআর সূত্রেই পুলিশ জানতে পেরেছিলো নাগেরজলায় ফেপিডিল রাখা হয়েছিলো। এই সূত্র ধরেই ফেপিডিল উদ্ধার হয়েছিলো। এই মামলায় ধৃত আবুল বাসার সোনামুড়াইও একটি এনডিপিএস মামলায় অভিযুক্ত ছিলো। সবাই পুলিশের জালে উঠে প্রথম দফায় চার্জশিটও জমা পড়েছিলো আদালতে। দ্বিতীয় দফায় নতুন করে তদন্ত করে আরও একটি চার্জশিট জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ অফিসার অরিন্দম রায়। অথচ মোবাইলের সিডিআর সূত্র ধরে পাওয়া অঞ্নের মোবাইল নম্বরটি নিয়ে কোনও তদন্ত নেই। সবটাই নাকি মোগাশ্বোর আশীর্বাদ।

### আক্রান্তের পাশে টিএইচআরও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। ভোট দেওয়ার অপরাধে আক্রান্ত নারায়ণ দাসের পাশে দাঁড়ালো মানবাধিকার সংগঠনগুলোও। ২৫ নভেম্বর রাতে তার বাড়িতে ভাঙুর এবং লুটপাট চালানো হয়। কোনওরকমভাবে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন তিনি। অপরাধ ছিল শুধুমাত্র দুর্বৃত্ত বাহিনীর হুমকি উপেক্ষা করে ভোট দেওয়া। টিএইচআরও’র একটি প্রতিনিধি দল শনিবার নারায়ণ দাস এবং আরও কয়েকজনের বাড়িতে যান। তারা রাজা সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটদাতাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি তুলেছেন। প্রতিনিধি দলের সদস্য কৌশিক নাথ জানান, আক্রান্তদের বিচার পাইয়ে দিতে আইনি লড়াই চলবে।

## হাসপাতালের সামনে দাবি ট্রাফিকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ নভেম্বর ।। একমাত্র ট্রাফিক পুলিশ না থাকার কারণে প্রায় প্রতিদিন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের সামনে ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটে চলছে বলে অভিযোগ। তারপরও বিশালগড় ট্রাফিক ইউনিটের আধিকারিকরা ঘুমে। অভিযোগ, হাসপাতাল থেকে রোগী নিয়ে আসা যানবাহনগুলি ভেরে হবার সময় বা হাসপাতালের দোরগোড় দিয়েই এসএফআই এবং ডেপুটেশনে ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাধা চরণ দেসবর্মী, ডিওয়াইএফআই’র রাজা সম্পাদক নিভালো দেব-সহ চারজন। ডেপুটেশন থেকে বেরিয়ে রাধাচরণ দেসবর্মী জানান, রাজো আইন শৃঙ্খলা অবনতির পথে। উদয়পুরের টেপালিয়ায় রাতের অন্ধকারে স্বামীর সামনেই ত্তীকে অপহরণ করা হয়। তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। প্রত্যেকদিন বাড়ছে অপরাধ। গোটা রাজ্যই সন্ত্রাস চলছে। উদয়পুরের গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবির পাশাপাশি গোটা রাজ্যেই সন্ত্রাস বন্ধ করতে পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

## মারণ ভাইরাসে মৃত আরও ১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। করোনায় নয়া রূপ ওমিক্রন শনাক্ত হওয়ার আতঙ্কে যখন গোটা বিশ্ব এই সময়ে রাজো করোনো আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। নভেম্বরে এনিয়ে করোনো আক্রান্ত ওজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার করোনায় সৃষ্ট হওয়ার চেয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল বেশি। সবচেয়ে বেশি পশ্চিম জেলায় ৭জন। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, শনিবার ২৪ ঘট্টায় ২ হাজার ৩৫৫ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৬২ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। অ্যান্টিজেনেই ৯জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। একজন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষায়। সংক্রমণের হার ছিল দশমিক ৪২শতাংশ। ২৪ ঘট্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ৩জন। রাজো চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনো আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৭৬ জনে। সংক্রমিতদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৮১৬ জনে। এর মধ্যে একজন মারা গেলে শনিবার। এদিকে দেশেও সংক্রমিত ব্যক্তিদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। ২৪ ঘট্টায় করোনো আক্রান্ত ৪৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ৮ হাজার ৩১৮জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এদিকে ওমিক্রন (ভাইরাস বিজ্ঞানের পরিভাষায় বি.১.১.৫২৯) এর প্রভাব দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেন্সবার্গ-সহ কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এছাড়া হংকং, ইজরাইয়েল, আফ্রিকা ফেরত পর্যটকদের শরীরেও এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে।ক্রত এই ভাইরাসের সংক্রমিতদের সংখ্যা বাড়ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ২০০ জনে।

ক্রত বৃদ্ধি নিয়েই চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও ভাইরাসের এই নতুন রোগ উদ্বেগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর আগে ছোট্টোকে নিয়েও বেশ চিন্তার কথা জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

## ডিজি’র কাছে বামপন্থীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। ভোট গণনার আগের দিনই রাজা পুলিশ মহানির্দেশকেকে আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার দাবি জানিয়ে হাটপটেন দিলো চারটি বামপন্থী সংগঠন। শনিবার পুলিশ সদর দফতরে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গণমুক্তি পরিষদ, ডিওয়াইএফআই, এসএফআই এবং উ পজাতি যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে এই ডেপুটেশন। ডেপুটেশনে ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাধা চরণ দেসবর্মী, ডিওয়াইএফআই’র রাজা সম্পাদক নিভালো দেব-সহ চারজন। ডেপুটেশন থেকে বেরিয়ে রাধাচরণ দেসবর্মী জানান, রাজো আইন শৃঙ্খলা অবনতির পথে। উদয়পুরের টেপালিয়ায় রাতের অন্ধকারে স্বামীর সামনেই ত্তীকে অপহরণ করা হয়। তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। প্রত্যেকদিন বাড়ছে অপরাধ। গোটা রাজ্যই সন্ত্রাস চলছে। উদয়পুরের গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবির পাশাপাশি গোটা রাজ্যেই সন্ত্রাস বন্ধ করতে পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

## জীবিত মহিলাকে মৃত বলে খবর সম্প্রচার বঙ্গের চ্যানেলের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। বিজেপির শীর্ষস্তরীয় নেতৃত্বধরা যখন গত কয়েক মাস আগে বঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ঘন ঘন প্রচারে আসছিলেন, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনাদের ‘বহিরাগত’ তকমা দিয়েছিলেন। সম্প্রতি সেই রাজ্যেরই কয়েক ডজন সাংবাদিকরা নিগম নির্বাচনের জন্য ‘বহিরাগত’ হয়েই নিজস্ব দায়িত্ব পালন করছেন। উনাদের মধ্যে কয়েকজন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শনিবার জীবিত এক মহিলাকে মৃত বলে খবর সম্প্রচার করেছেন। গত শুক্রবার খোয়াইয়ে প্রদীপ নামে এক খুনি পর পর পাঁচটি হত্যাকাীলা চালায়। ওই একই ঘটনাকালে সে তার ত্তীকেও আহত করে। নৃশংসতার ঘায়ে আহত হয়ে প্রদীপের স্ত্রী বর্তমানে চিকিৎসাধীন। কিন্তু শনিবার বঙ্গের একটি সংবাদমাধ্যম মহিলাকে মৃত বলে খবর সম্প্রচার করে। পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের নজর এড়িয়ে যায় ঘটনাটি। নজর এড়ায় তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরেরও। স্বভাবতই এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলেই।

গত বেশ কিছু পক্ষফাল ধরে রাজো বঙ্গ তৃণমূল নেতারা নিয়মিতভাবে আসছেন সেই দেখাদেখি, দিল্লি এবং বঙ্গ থেকে বিজেপির নেতা-নেত্রীরাও ঘন ঘন রাজ্য সফর করছেন। গণতান্ত্রিক এই দেশের যে সাংবিধানিক পরিকাঠামো তাতে এতে বাক্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি, রাজো এসে অবস্থান করছেন পশ্চিম বাংলার বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। দৈনিক পত্রিকা এবং বৈদ্যুতিনি সংবাদমাধ্যম মিলিয়ে প্রায় কুড়ি/পঁচিশজন সাংবাদিক এখন রাজো রয়েছেন। বলা ভালো, আগরতলা পুর নিগম নির্বাচন ‘কভার’ করার জন্য উনারা রাজ্য সফরে। কিন্তু শনিবার সেই সাংবাদিক দলের এক প্রতিনিধি, জীবন্ত এক মহিলাকে মৃত বলে সংবাদ পরিবেশন করেছেন। পশ্চিম বাংলার ‘ক্যালকাতা নিউজ নেটওয়ার্ক’ কর্তৃপক্ষ রাজোর খোয়াইয়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন পরিবেশন করে। তাতে ওই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি হিসেবে যিনি রাজো অবস্থান করছেন, তিনি তার প্রতিবেদনে বলেছেন যে, খোয়াইয়ের গত শুক্রবার রাতে যে হত্যাকাীল ঘটনায় এক মহিলাকে মৃত বলে খবর প্রয়াত হয়েছেন। এই বিষয়টি সর্বোতভাবে মিথ্যে। এদিন এই সংবাদটি পরিবেশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নানা মহলে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। খুনি প্রদীপের আঘাতে তার স্ত্রী বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া এক মহিলাকে মৃত বলে খবর পরিবেশন করেও পার পেয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমটি। বিষয়গুলো নিয়ে তদারকি নেই পশ্চিম জেলার জেলাশাসক থেকে শুরু করে রাজোর তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। রাজোর কোণাও চ্যালেঞ্জ বা পত্রিকা যদি এমন সংবাদ পরিবেশন করতো, দফায় দফায় জেলা শাসকের নোটিশ আর তথ্য সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তার শাসনি খেতে হতো। কোনও এক অজানা কারণে বঙ্গের সাংবাদিকদেরও বাড়তি ভালোবাসা দেখাতে শুরু করেন রাজোর আনোয়ার। এদিন সিএনএন কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদনটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ছি ছি বর উঠে বিভিন্ন মহলে। কিভাবে এককল মানুষকে মৃত বানিয়ে ফেলে বহিরা্জের একটি তথাকথিত স্যাটেলাইট চ্যানেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে নানা মহলেই। দেখার, এ যাবতীয় খবর পেলে বা প্রকাশ করে, কতটা পার পেয়ে যান বহিরা্জের সংবাদমাধ্যমগুলো।

# ইউএপিএ মামলা পুনর্বিবেচনার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিক, আইনজীবী প্রমুখদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় যে মামলা নেয়া হয়েছে, সেসব আবার মূল্যায়ন করে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে এই ব্যাপারে রিপোর্ট দাখিল করতে। এই মামলার প্রথমদিকে আইনজীবী, সাংবাদিক, সংস্থা, বিভিন্নজনের বিরুদ্ধে মামলা করে ত্রিপুরা পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরার সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনা নিয়ে মিথ্যা বলা হয়েছে, উল্ক্ষানিমূলক পোস্ট আছে। একশ দুইটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। সুপ্রিম কোর্টের একাধিক আইনজীবী ত্রিপুরায় এসেছিলেন, তারা ফিরে গিয়ে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন দিল্লিতে। সামাজিক মাধ্যমে তা সম্প্রচার করা হয়। সেই ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা নেয়া হয়। আইনজীবীরা এবং এক সাংবাদিক ইউএপিএ প্রয়োগের বিষয়টি নিয়ে যান। প্রখ্যাত আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ তাদের হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর

খারিজের আর্জিই শুধু জানাননি, ইউএপিএ’র কিছু ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীদের গ্রেফতার করা যাবে না বলে দিয়ে সরকারকে নোটিশ করেছে। এডিটরগিল্ড অব ইন্ডিয়া ত্রিপুরা পুলিশের এই মামলা নেয়াছে কিনা মনিদা করেছে, তেমনি বিবৃতিতে ইউএপিএ নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে। সরকার নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে এই রকম করেছে বলে তাদের অভিযোগ। অন্যদিকে পানিসাগরের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মুখ্যসচিব এবং পুলিশ প্রধানের নেয়ারে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তার রিপোর্ট তলব করেছে। আরও দুই সাংবাদিককে থেফতার করা হয়েছিল, তবে ইউএপিএ-তে নয়, তাদের ব্যাপারে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া স্বতঃপ্রগোদিত অভিযোগ নিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী মূল্যায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা সম্প্রতি নষ্ট করতে চেয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে অবশ্যই, তবে যদি দেখা যায় যে সামাজিক মাধ্যমে কেউ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে সেসব পোস্ট করেননি, তবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা থেকে বাদ দেয়া হতে পারে।

# নাবালিকাকে বাংলাদেশ থেকে উদ্ধারের নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। বোল বছরের মেয়েকে অপহরণ করে বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাকে উদ্ধার করে দেওয়া হোক, মেরের বাবার এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ত্রিপুরা হাইকোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে, মেয়েটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার করতে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্ড্রজিৎ মোহান্তি এবং বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়’র বেষ্ধ পুলিশকে আরও বলেছে যে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনকে এই ব্যাপারে অনুরোধ করতে এবং সংশ্লিষ্ট থানাকে সবরকমের সহযোগিতা করে নাবালিকাটিকে উদ্ধার করে আনতে। এই হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের পরের শুনানি ১৪ ডিসেম্বর রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি তার আগেই মেয়েটিকে পাওয়া যায়, তবে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যেতে হবে, তার জবানবন্দী নিতে হবে। অভিযোগ, মেয়েটিকে গত ৮ সেপ্টেম্বর অপহরণ করা হয়েছে। আগরতলায় পশ্চিম মহিলা থানায় এই ব্যাপারে মামলাও করা হয়েছে। আদালতের পর্ববক্ষণে এসেছে যে তদন্তকারী অফিসার তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পেরেছেন যে মেয়েটিকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে তাকে উদ্ধারের জন্য।



করোনার এই নতুন রূপ জেন্টারও প্রতিদ্বন্দী, উদ্বেগে ছ আধিকারিকরা

দেশের গরিব রাজ্যের তালিকায় তিনে উত্তরপ্রদেশ, শীর্ষে বিহার

### পণের বলি বধু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ নভেম্বর ।। ফের পণের বলি এক গৃহবধু। মৃত্যার বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ তাদের মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। সেই অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ। শনিবার কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৩নং ওয়ার্ড কাপীপুর এলাকায় দেবেশ দাসের স্ত্রী সঙ্গীতা দাসের সুলভ মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহরের যুরাজনগর থেকে মৃত্যার বাবা, মা-সহ আত্মীয় পরিজন ছুটে আসেন। তারা মেয়ের স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনটিকে খুন বলে চিহ্নকার করতে থাকেন। কারণ বাবা-মায়ের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তাদের মেয়ের উপর বিভিন্নভাবে নির্ব্যতন চালিয়ে আসছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এমনকী সম্প্রতি বাইক কেনার জন্য সঙ্গীতার স্বামী দেবেশ দাস শ্বশুরের কাছে ২০ হাজার টাকা চেয়েছিল। কিন্তু দিনমজুর শ্বশুরের পক্ষে সেই টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রী’র মধ্যে বগড়া হয়েছিল। পরবর্তী সময় দেবশের বাইক কিনেছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা দেওয়া হয়নি। মৃত্যার বাবা-মা অভিযোগ করেন, দেবশের মা’ও এই ঘটনার সাথে জড়িত। তাই তারা দু’জনের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসেন। অভিযুক্ত স্বামী দেবেশ দাসকে তারা আটক করে নিয়ে যান। ● এরপর দুইয়ের পাভায়

# ধর্ষিতার নাম-ঠিকানা প্রচার করে বিপাকে তিপ্রা মথা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। ধর্ষিতার নাম-ঠিকানা-পরিচয় প্রকাশ্যে এনে হাজারো লোকের সামনে ফের তার সম্মানহানি করলে এটি এসি’র শাসক দায়িত্বহান এক রাজনৈতিক দল। ধর্ষিতার নাম-ঠিকানা-পরিচয় প্রকাশ্যে আনা যাবে না। গোপন রাখতে হবে ছবি ছাপানো যাবে না কোথাও। এটাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা। সেই মোতাবেকই দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যমও সংবাদ পরিবেশনে ধর্ষিতার নাম-ঠিকানা-পরিচয় গোপন রেখে থাকে। যাতে করে পরবর্তী সময়ে ওই ধর্ষিতা রমণীর দ্বিতীয়বার সম্মানহানি না হয়। কিন্তু সম্প্রতি উদয়পুরে ঘটে যাওয়া এক পাশবিক ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এডিসির শাসক দল তিপ্রা মথা

একেবারে প্রতিবাদ মিছিলের ব্যানারে ধর্ষিতার নাম লিখে দেয়। তার ঠিকানাকে আরও বেশি শক্তপাওত করতে নিচে লেখা হয় তার স্বামীর নাম। এরপর তারা মনপাথর বাজার কাঁপিয়ে এক বিশাল মিছিল সংগঠিত করে। মিছিলে উপস্থিতির হারও ছিলো লক্ষ্যণীয়। উপস্থিত ছিলেন জোনালের ভাইস চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং, তিপ্রা মথা’র সত্রম্ ডিভিশনাল কমিটির সভাপতি পরিমল রিয়াং, তিপ্রা মথা’র দক্ষিণ জেলার শ্বেশার জুয়েল রিয়াং এবং শান্তির বাজার ব্লক সভাপতি প্রতাপ রিয়াং। এদের সরকারের উপস্থিতিতেই মিছিলটি সংগঠিত হয়েছে মনপাথরে। কিন্তু মিছিল থেকে যেভাবে গণধর্ষিতা রমণীকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা হয় তার নাম,

স্বামীর নাম প্রচার করে তা গণধর্ষিতার পক্ষে ভয়ঙ্করতম ঘটনা। ফলে ধর্ষিতার নাম-ঠিকানা প্রচারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যম প্রত্যেকেরই আরও বেশি সতর্কতা প্রয়োজন বলে মনে করেন তথ্যজিজ্ঞাসহল। কারণ, এক্ষেত্রে নির্যাতিতা রমণী তার নাম-ঠিকানা প্রচারে বড় বেশি অস্বস্তিবোধ করবেন তখনই, যখন নামের পরিচিতি যে কেউ এসে তাকে ওই ঘটনা নিয়ে জিজ্ঞাসা করবে এবং ব্যাখ্যা শুনতে চাইবে — তখন।

## সরকারি জমি বিক্রি করে বেপাত্তা বাংলাদেশি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২৭ নভেম্বর ।। সাবধান, বক্তৃতা অন্যের জোত জমি নিজের নামে করে নেওয়া বহু অভিযোগ উঠে এসেছিল। এ রাজ্যের প্রশাসন কতটা অর্থহীন আরও একবার প্রমাণ করে দেখিয়েছে বাংলাদেশি প্রতারক। যুবায়ের হোসেন নামে সেই অভিযুক্ত ভারতীয় নাগরিক না হয়েও তাহদের সরকারি জমি অন্যের কাছে বিক্রি করে অর্থ হাতিয়ে এখন বেপাত্তা হয়ে গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই অভিযুক্তের কাছে দু’দশরের নাগরিকত্ব আছে। কিভাবে সে দু’দেশের নাগরিকত্ব আদায় করেছে তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সবার মনে। তাহলে কি এ দেশে যে কেউ এসে টাকার বিনিময়ে নাগরিক হয়ে যেতে পারে? যে প্রশাসনিক কর্তারা দায়িত্ব নিয়ে চেয়ারে বসে আছে তারা কিদের ভিত্তিতে নাগরিকদের নাগরিকত্ব প্রমাণের পরিচয়পত্র দিচ্ছেন? সোনামুড়া মহকুমার আড়ালিয়া গ্রামের জনৈক ফজল হকের মেয়ে ফাতেমা আক্তারের সাথে বিয়ে হয়েছে অভিযুক্ত যুবায়ের হোসেনের। স্থানীয়

নাগরিকরা অভিযোগ করেছেন যুবায়ের বাংলাদেশি নাগরিক। সে এদেশে এসে নিজের নাম জুয়েল হোসেন দেখিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব আদায় করেছে। এমনকী তার ছেলে মাহফুজুর রহমান এবং দুই মেয়েও ভারতীয় নাগরিকত্ব হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ। তাদের নাকি বাংলাদেশেও নাগরিকত্ব আছে। আড়ালিয়া ১নং ওয়ার্ডের আনোয়ার হোসেন সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে জানান, তাদের বাড়ির পাশে খাসজমি অন্য আরেকজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে যুবায়ের হোসেন। সেই খাসজমি আনোয়ার হোসেনের পরিবারের দখলে আছে দীর্ঘদিন ধরে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় আনোয়ার হোসেন অভিযোগ করেন বাংলাদেশি নাগরিক যুবায়ের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আর এক ব্যক্তিকে নিজের বাবা বলে পরিচয় দিয়েছে। সেই ব্যক্তি আর কেউ নন অভিযোগকারী আনোয়ার হোসেনের দাদু। অর্থাৎ আনোয়ার হোসেনের দাদুকে নিজের বাবা বলে পরিচয় দিয়েছে

যুবায়ের হোসেন। ইতিমধ্যেই সেই বাংলাদেশি প্রতারকের বিরুদ্ধে সোনামুড়া মহকুমাসরকারে কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আনোয়ার হোসেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুই দফায় শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। সামনেই তৃতীয় শুনানি হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই অভিযুক্ত যুবায়ের হোসেন বেপাত্তা হয়ে গেছেন। প্রশ্ন উঠছে ভিন দেশী নাগরিক এ দেশে এসে একে তো ভারতীয় নাগরিকত্ব আদায় করেছে, সেই সাথে খাসজমিও নিজের দখলে আছে বলে পরিচয় দিয়ে সেই জমি বিক্রি করে দিয়েছে কিভাবে? তাহলে কি সরকারি ব্যবস্থাপনাতেই উল্লেখযোগ্য বিষয় আনোয়ার হোসেন অভিযোগ করেন বাংলাদেশি নাগরিক যুবায়ের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আর এক ব্যক্তিকে নিজের বাবা বলে পরিচয় দিয়েছে। সেই ব্যক্তি আর কেউ নন অভিযোগকারী আনোয়ার হোসেনের দাদুকে নিজের বাবা বলে পরিচয় দিয়েছে

# জেলে খুনি, চোখের জেলে শহিদ বিদায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। নৃশংস পাঁচ খুনে অভিযুক্ত প্রদীপ দেবরায় ওরফে কুটিকে ১৪ দিনের জন্য জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দিলো আদালত। আদালতে অকেটাই স্বাভাবিক ছিল এই খুনি। সিজএম খুনির মানসিক অবস্থা বুঝতে আদালতে তার নাম এবং বাড়ির ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শাস্ত ভাবেই এর জবাব দিয়েছেন তিনি। বিচারক প্রদীপকে জেল হাজতে আলাদা কক্ষে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার রাতেই এই প্রদীপ তার দুই শিশু সন্তান-সহ পাঁচজনকে নৃশংসভাবে খুন করেছেন। এর মধ্যে একজন রাজ্য

পুলিশের ইনসপেকটর সত্যজিৎ মল্লিক। এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন প্রদীপের স্ত্রী মীনা পাল (৩০)। শুক্রবার মধ্যরাতেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে শাবল দিয়ে খুন করেছেন রাজ্যের দুই সন্তানবহু পাঁচজনকে। অনেক চেষ্টার পর পুলিশ অভিযুক্ত প্রদীপকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। শনিবার নিহত সত্যজিৎ মল্লিককে ময়নাতদন্ত করা হয় জিবিপি হাসপাতালের মর্গে। এখন থেকেই দেহ যাতা খোয়াই থানায়। সেখানে ভিড় উপচে পড়ে খোয়াইবাসীরা। কামায় ভেঙে পড়ে এলাকাবাসীরাও। ভিড়ের মধ্যেই খোয়াই থানায় রাষ্ট্রীয় সম্মান



বাড়িতে। সেখানে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও। শুক্রবার রাতেই খোয়াই

মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তস্রাবের মধ্যে রাতেই তিনি মারা যান। ঘটনার তদন্তে রাতেই ছুটে গিয়েছিলেন

পুলিশের উচ পদস্থ আধিকারিক-সহ ফরেনসিকের টিম। গোটা খোয়াই এই ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অথচ আগের সন্ধ্যায় সত্যজিৎ খোয়াইয়ের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছিলেন। শুক্রবার রাতে তার এই অবস্থা হবে কেউ বুঝতেও পারেননি। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, খুনি প্রদীপ কিছুদিন ধরেই ‘অবসাদে’ ভুগছিলেন। কিন্তু মধ্যরাতে তিনি হঠাৎ এভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়বেন তা কেউ কল্পনা করতে পারছেন না। প্রদীপ প্রথমে তার স্ত্রী মীনা পালকে শাবল দিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। পরে নিজের ঘরেই দুই সন্তান মন্দিরা এবং অদিতিকে নৃশংসভাবে

খুন করে। ঘর থেকে বেরিয়ে প্রদীপ তার বড় ভাই অমলেশ দেবরায়কে বাড়ির উঠোনেই শাবল দিয়ে একের পর এক আঘাত করতে থাকে। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। তিনটি হত্যাকাণ্ডের পরও প্রদীপ থামেনি। রাস্তায় বের হয়ে একটি অটো দাঁড় করায়। অটোতে থাকা কৃষ্ণ দাস এবং তার ছেলে করণবীর দাসকে গুলিভরভাবে জখম করে। তার আঘাতে মারা যান কৃষ্ণ দাস। ঘটনাস্থলেই ক্রত পৌঁছেন খোয়াই থানার সেকেন্ড অফিসার সত্যজিৎ মল্লিক-সহ পুলিশ বাহিনী। পুলিশের গাড়ি থেকে নামতেই সত্যজিভের মাথা শাবল দিয়ে আঘাত করে প্রদীপ। ● এরপর দুইয়ের পাভায়



# সাপ্তাহিক রাশিফল

## ২৮ শে নভেম্বর হতে ৪ঠা ডিসেম্বর

র ৩		বু ২৩
		শ ২২
চ ১১	ম ১৬	র ১৭ বু ১৭ কে ১৭

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ড: নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর অ্যাক্টিমেরিস অনুসারে আলোচ্য সপ্তাহে সৌরমণ্ডলে গ্রহ সমাবেশ এরূপ বৃষে সর্বগ্রাসী রাহু কৃত্তিকা নক্ষত্রে। সিংহে চন্দ্র পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে কৃষ্ণা নবমীতে অবস্থানরত। তুলায় দেব সেনাপতি মঙ্গল বিশাখা নক্ষত্রে। বৃশ্চিকে গ্রহরাজ রবি ও বালকগ্রহ বুধ এবং রহস্যময় কেতু অনুরাধা নক্ষত্রে। ধনুতে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে। মকরে স্লীব শনি শ্রবণা নক্ষত্রে। কৃন্তে দেবগুরু বৃহস্পতি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থান নিয়ে শুরু হয়েছে ২৮ শে নভেম্বর হতে ৪ঠা ডিসেম্বর

পর্যন্ত সপ্তাহটি। অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল শাস্ত্রী (আগরতলা), মোবাইল ৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/ ৮৭৮৭৪৪৪৯৩৩ Email ID - sunildasbaran4995 @gmail.com.

**মেঘ রাশি** ঃ রবিবার --- শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ আসবে। তাদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলবে। সন্তানদের নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্তি অনেকটা কমবে। বাণিজ্যিক সফর লাভদায়ক হবে। সোম, মঙ্গল ও বুধবার--- শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার নৌ ভ্রমণ বা আকাশ ভ্রমণ হতে পারে। প্রতি পদক্ষেপেই ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় হবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের আলাপ আলোচনায় অগ্রসর হবে। প্রেমিক-প্রেমিকা সতর্কতার সহিত চলাফেলা করুন। ব্যবসা বাণিজ্যে অগ্রগতির সম্ভাবনা আছে। শনিবার --- দিনটিতে শুভাশুভ মিশ্র ফল পাবেন। লটারী, ফটকা, জুয়া বা অনুচিত কাজে লগ্নি না করাই ভাল হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

**বুধ রাশি** ঃ রবিবার --- গৃহে কলহকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। ব্যবসায় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দাম্পত্য সুখ বজায় রাখতে জীবনসাথীর মতামতকে গুরুত্ব দিন। সোম ও মঙ্গলবার--- শিক্ষার্থীদের মন ফেইসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ বা অনুচিত কাজের প্রতি আকৃষ্ট থাকায় পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কর্ম ও ব্যবসায় বড় কোন সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। পিতা-মাতার প্রতি সম্ভাব্য বজায় রাখুন। প্রভিন্স ভবিষ্যৎ মজবুত করতে পারবেন। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। এলাজি, খুজলি, পাঁচড়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শত্রুরা আপনার সুখের সঙ্গারে আশ্রিত সৃষ্টি করতে পারে। শনিবার--- বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ ধার্য হতে পারে। গৃহে অতিথির সমাগম হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬৩ শতাংশ।

**মিথুন রাশি** ঃ রবিবার--- কর্ম ও ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে পারেন। কর্মে সুনাম-যশ বাড়বে। নতুন প্রেম ও বন্ধুত্ব শুভ ফল পেতে পারেন। সোম ও মঙ্গলবার --- কলহ বিবাদের মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যানবাহন থেকে শুভফল পাবেন। সপরিবারে কাছেপিঠে ভ্রমণ হতে পারে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- সন্তানদের শিক্ষায় শুভফল পাবেন এবং তাদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলবে। সহকর্মী ও আত্মীয়দের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। বহির্জাত্য ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। শনিবার--- সিজল্যান রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন রোগ খুঁজে প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ। **কর্কট রাশি** ঃ রবিবার--- ব্যবসা বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। দীর্ঘদিনের অসুস্থ রোগের রোগ মন্ত্রির দাস্তা খুলবে। যে কাজেই হাত দেবেন কর্মবেশি সফলতা বোধ হবে। সোম ও মঙ্গলবার--- ভাই-বোনদের সাথে মতানৈক্যের অবসান ঘটবে। ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। আপনি আপনার দায়িত্ব কর্তব্য ও মান মর্যাদার পূর্ণ ফল পাবেন। নতুন প্রেম ও বন্ধুত্ব শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- পুরাতন ব্যাধি পীড়ার আরোগ্য লাভের রাস্তা খুঁজে পাবেন। নার্ডের সমস্যা আবেগে যেতে পারে। শত্রুরা আপনার ইমেজ নষ্ট করতে সচেষ্ট থাকবেন। শনিবার--- বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের ভাল যোগ্যযোগ আসবে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিবাহের স্বীকৃতি পাবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

**সিংহ রাশি** ঃ রবিবার--- ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সাথে থাকবে। হাত

বাড়ালেই সফলতা বোধ হবে। আপনার অর্থ ভাগ্য বৃদ্ধি পাবে। দুর্ঘটনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। সোম ও মঙ্গলবার--- আপনার আয় থেকে ব্যয় বেশি হতে পারে। পাওনা টাকা ফিরিয়ে পেতে কঠিন হবে। লটারী, ফটকা, জুয়া, রোকেরী ও দালালিতে দিন দুটিতে না যাওয়াই ভাল হবে। ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- এতে কোন মাদ্রলিক অনুষ্ঠান হতে পারে। ভাই-বোন আত্মীয় পরিজনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। আপনার সুনাম-যশ প্রতিপত্তি অনেকগুণ বাড়বে। শনিবার--- গৃহে কলহকারী পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। কটু বাক্য প্রয়োগ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

**কন্যা রাশি** ঃ রবিবার--- শুভ অপেক্ষা অশুভ ফলের মাত্রা অধিক ভারি হয়ে থাকবে। জীবনসাথীর শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখুন। শিক্ষার্থীদের নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্তি বাড়তে পারে। সোম ও মঙ্গলবার--- মনোবল, অর্থবল ও সুনাম-যশ বাড়বে। ব্যবসা বাণিজ্যে শুভ ফলের আশা করতে পারেন। মন ধর্ম আধ্যাত্মিকতা ও পরোপকারের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে। দিন দুটি ভালভাবে কাটতে পারে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- ধন উপার্জনের সলল পথই খুলে যাবে। যে কাজেই হাত দেবেন কর্মবেশি সফলতা বোধ হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সুফল পাবেন। শনিবার--- শুভাশুভ মিশ্র ফল পাবেন। বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আপনার সুনাম-যশ পতিপত্তি তুলে ধরতে সক্ষম হবেন। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

**তুলা রাশি** ঃ রবিবার--- আপনার উন্নতির দ্বারা অব্যাহত থাকবে। প্রেম বা বন্ধুত্ব মতানৈক্য মিটে যাবে। লটারী, ফটকা, জুয়ায় শুভ ফলের আশা করতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার--- শুভাশুভ মিশ্র ফলের আশা করতে পারেন। পরিবারের কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা হয়ে থাকবে। নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা ভাল হবে। মামলা মোকদ্দমা বা অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে সফলতা আপনার কাছে এসে ধরা দেবে। যে কাজেই হাত দেবেন কর্মবেশি সফলতা বোধ হবে। শনিবার--- কর্মক্ষেত্রে সুনাম্য কেটে যাবে। হারানো কর্ম পুনরুদ্ধার হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

**বৃশ্চিক রাশি** ঃ রবিবার--- কর্ম, অর্থ, সুনাম-যশ বাড়বে। দীর্ঘদিনের অসুস্থ রোগের আরোগ্য লাভের রাস্তা খুঁজে পাবেন। গৃহবাড়ি, ভূ-সম্পত্তি ও যানবাহন কেনাকাটার সুযোগ আসতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার--- আপনার উন্নতির দ্বারা অব্যাহত থাকবে। পুরানো বাড়ি বামেলা মিটে যাবে। বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথাবার্তা এগিয়ে যাবে। ভাই-বোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রাপ্ত হবেন। দাম্পত্য সুখ ফিরে পাবেন। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- শুভাশুভ মিশ্র ফলের মাত্রা অধিক ভারি হয়ে থাকবে। ব্যবসায় মন্দা, কর্মে হহারানিমূলক বদলির সম্ভাবনা আছে। বাড়ির কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। শনিবার--- হারানো মনোবল ফিরে পাবেন। আপনার সুনাম-যশ বাড়বে। বিবাহযোগ্যদের বিবাহের কথা বার্তায় অগ্রগতি হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

আজ রাতের ওয়ুধের দোকা  
সাহা মেডিসিন সেন্টার  
৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

**ধনু রাশি** ঃ রবিবার--- ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। যে কাজেই হাত দেবেন কর্মবেশি সফলতা পাবেন। কর্ম, অর্থ, সুনাম-যশ প্রতিষ্ঠা বাড়বে। নিঃ সন্তান দম্পতিদের সন্তান প্রাপ্তি হবে। সোম ও মঙ্গলবার--- কর্ম ও ব্যবসায় বড় কোন সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। লটারী, ফটকা, জুয়া, রোকেরী, দালালিতে খুব একটা ভাল ফল পাবেন না। শিক্ষার্থীদের জন্যে দৃষ্টিভ্রান্তি বাড়বে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- পাওনা টাকা আদায় হবে। পড়ে থাকা কোন কাজে সফলতা পাবেন। কর্ম ও ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে পারেন। এছাড়া লটারী, ফটকা, জুয়া, রোকেরী, দালালি ও কন্টাক্টরীতে শুভ ফলের আশা করতে পারেন। শনিবার--- শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

**মকর রাশি** ঃ রবিবার--- দিনটিতে শুভাশুভ মিশ্রফল পাবেন। চোর, চিটিং, ভদ্র অজ্ঞাত পাটি থেকে সাবধান থাকুন। রাগ জেদ নিজের আয়ত্তে রাখতে হবে। সোম ও মঙ্গলবার--- ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। যে কাজেই হাত দেবেন কর্মবেশি সফলতা বোধ হবে। মামলা মোকদ্দমার দ্বারা আপনার পক্ষে আসতে শুরু করবে। আটকে থাকা কাজে সফলতা পাবেন। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- বেকার যুবক-যুবতিদের কর্মপ্রাপ্তির রাস্তা খুলবে। কর্মে সুনাম-যশ ও দায়িত্ব বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার হবে। শনিবার--- আপনার উন্নতির দ্বারা অব্যাহত থাকবে। পাওনা টাকা আদায় হবে। ব্যবসায় শুভফলের আশা করতে পারেন। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

**কুম্ভ রাশি** ঃ রবিবার--- বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথা এগিয়ে যাবে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিবাহের মাধ্যমে স্থিরাবস্থিত হবে। সোম ও মঙ্গলবার--- শুভ অপেক্ষা অশুভ ফলের পাল্লা অধিক ভারি হয়ে থাকবে। নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা ভাল হবে। মামলা মোকদ্দমা বা অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে সফলতা আপনার কাছে এসে ধরা দেবে। যে কাজেই হাত দেবেন কর্মবেশি সফলতা বোধ হবে। শনিবার--- কর্মক্ষেত্রে সুনাম্য কেটে যাবে। হারানো কর্ম পুনরুদ্ধার হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

**মীন রাশি** ঃ রবিবার--- দীর্ঘদিনের পুরানো রোগভোগ থেকে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা খুঁজে পাবেন। আপনার সুনাম-যশ উত্তরোত্তর বাড়বে। প্রেম, রোমান্স বিনোদন, ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। সোম ও মঙ্গলবার--- বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরাবস্থিত হবে। জীবনসাথীর শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। ক্রয় বিক্রয়ের সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। ভ্রমণকালীন সাবধান থাকা বাঞ্ছনীয় হবে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার--- শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। ভ্রমণকালীন সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় হবে। লটারী, ফটকা, জুয়া প্রভৃতিতে বিনিয়োগ না করাই ভাল হবে। নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা ভাল হবে। শনিবার--- কর্ম ও ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে পারেন। যে কাজেই হাত দেবেন কর্মবেশি সফলতা বোধ হবে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

# কাউন্টিং এজেন্ট ঃ শাসকের ৫৪৫, তৃণমূলের ৩৬

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। আগরতলা পুর নিগম-সহ ১৪টি পুর সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ২৫ নভেম্বর। ৩৩৪টি আসনের মধ্যে ২২২টি আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিরোধী দলগুলোর তরফে বলা হয়েছে, এবারের পুর সংস্থার নির্বাচনে ভোট লুট করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগ মানতে নারাজ শাসক দল বিজেপি। এনিয়ুে অনেক অভিযোগও শোনা গেছে। আবার শাসকের তরফেও পাল্টা জবাব ছিল। তবে রবিবার ভোটগণনা। তার আগে শনিবারেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সুবল ভৌমিক এবং সুমিত্রা দেব সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে অভিযোগ করেন শাসক দল বিজেপি পুর নিগমের নির্বাচনের ভোট গণনায় ৫৪৫জন কাউন্টিং এজেন্ট পাঠাচ্ছে। দুজনেই জানিয়েছেন, গত ২৫ অক্টোবর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের ব্যবস্থানায় যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজনৈতিক

দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রত্যেক দল থেকে ৩৬ জন করে কাউন্টিং এজেন্ট থাকবে। উমাকান্ত অ্যাকাডেমির গণনা কেন্দ্রে তিনটি কাউন্টিং হল রয়েছে। ১০টি করে টেবিল আছে। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যার



সময় তৃণমূলের কাউন্টিং এজেন্টরা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে আইকার্ড আনতে গিয়ে জানতে পারেন তাদেরকে ৩৬ জনের অনুমতি দেওয়া হলেও শাসক দল বিজেপির ৫৪৫জনকে আইকার্ড প্রদান করেছে। বিষয়টি সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরে সুবল ভৌমিক

জানান, সাথে সাথে তারা বিষয়টি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে অবগত করেছে। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনকে গোটা বিষয়টি জানানোর পরও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সব

অনেক সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারেননি। দুপুরের আগেই সাধারণ ভোটারদের বুধ কেন্দ্রের বাইরে থেকে বের করে দেওয়া হয়। এই নির্বাচনে মানুষের প্রকৃত রায় প্রতিফলিত হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন সুবল ভৌমিক। তবে

মিলিয়ে তাদের বিস্তার অভিযোগ। এই বিষয়গুলো তুলে ধরে সুবল ভৌমিক বলেন, ভোটের দিন তাদের দলের ১০জন প্রার্থীকেই ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। বহু কর্মী সমর্থককে বুধ কেন্দ্রের বাইরে থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে

রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে তারা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত করেছে এই বিষয়গুলোর কোনওটারই সুরাহা হয়নি। এক্ষেত্রে তারা মনে করেন এবারের নির্বাচন শুধু প্রহসনেই পরিণত হয়নি, গোটা রাজ্যেই একটি আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা

## পেনশনার্স সেলের দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের অন্তর্গত পেনশনার্স সেলের তরফে ব্যোমকেশ চৌধুরী, তপন কুমার দেব এবং শান্তি মজুমদার সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন, সুশৃঙ্খল পরিবেশে সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ আবহে এবারের পুর সংস্থার ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রার্থী নাগরিকরাও অব্যাহত ও নির্বিঘ্নে ভোট দিয়েছেন। ১০৭ বছরের মনোরমা দাস, ১০৫ বছরের যশোদা বর্মণ, ১০৩ বছরের অনিল দাস-সহ এমন অনেকেই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বলে দাবি করেছেন তারা। তবে ছোট ছোট কিছু ঘটনা ঘটেছে। তবে তার জন্য তারা তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করেন। তাদের দাবি বহিরাগতরা এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করেছে। ভোটার-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যোমকেশ চৌধুরীরা অভিনন্দন জানান করেছে। তাদের আরও অভিমত, রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা ও উন্নয়ন দ্বারা অব্যাহত রাখতে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করছে। তবে একাংশ যত্নব্রতী ও চরান্তকারী রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে শিক্ষার জায়গা এই পেনশনার্স সেলের কার্যকর্তারা। তারা দাবি করে, পুর সংস্থার নির্বাচনের দিন কোনও বরিত নাগরিকদের ভোটাঙ্গনে বাধা দেওয়া হয়নি। তারা এও জানিয়েছে, যে প্রদত্ত ভোট নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে এটা এক কথায় ঐতিহাসিক।

## শোক জ্ঞাপন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। শুক্রবার মধ্যরাতে খোয়াই মহকুমার অধীন উত্তর রামচন্দ্রঘাটের শেওড়ালিতে একটি দুঃখজনক ঘটনায় পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর-সহ পাঁচ জনের মৃত্যুর ঘটনায় সিপিআই(এম), ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী গভীর শোক প্রকাশ করছে। সম্পাদকমন্ডলী নিহত এবং আহতদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছে এই ঘটনার পেছনে অন্য কোন কারণ আছে কিনা তাও ভালো করে খতিয়ে দেখতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহকে যেন প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই দাবি করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী

## বাধারঘাটে কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। এই উদ্ভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উদ্ভিনন্দন সভায় বক্তব্য রাখেন এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য শাখার আহ্বায়ক সূরত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত উক্ত দাবিগুলি পূরণ না হয় ততদিন এই কৃষক আন্দোলন দিল্লি-সহ সারা দেশে অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, এই আন্দোলন শুধু দেশের কৃষকদের নয়, ছাত্র যুবক মহিলা শ্রমিক-সহ সকল জনসাধারণের আন্দোলন। সুতরাং এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে সকল অংশের জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান।

# স্মৃতিতে ভাসলেন সুনু, ট্রেন ভর্তি কর্মীর ছুটলো দিল্লির উদ্দেশে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। সুনু কুমার। তিনি ট্রেনের একজন চালক। ২০০৫১৪ ট্রেনের চালক তিনি। আর এই বিশেষ ট্রেনটি ভাড়া করেই আইপিএফটি এবং তিপ্রা মখা কর্মী সমর্থকরা দিল্লির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আগরতলা



রাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুনু কুমার বলেছেন, ২০১৭ সালে তিনি আরও একটি ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। সেদিন আমবালা-তেলিয়ামুড়া রেলপথে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে ট্রেনকে বাঁচিয়েছিল স্বপন দেববর্মী। আর যে ট্রেনটিকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়েছেন স্বপন দেববর্মী সেই ট্রেনের সহকারী চালক ছিলেন এই সুনু কুমার। বাড়খণ্ডে আদি বাড়ি হলেও তিনি এখন বদরপুরে থাকেন। জানিয়েছেন, তার কাছে সেদিনের দিনটি যেমন স্মৃতিতে রাখার মতো আবার আজকের দিনটিও তার কাছে একটি আনন্দের। কারণ এই বিশেষ ট্রেনটি পুরোটািই ভাড়া নিয়েছে দুটো রাজনৈতিক দল। এই এক ট্রেনে বিশেষ ট্রেন। এটিশি ট্রেনের চালক তিনি এখন। সুনু কুমার জানান, আগরতলা থেকে সরাসরি



দিল্লি পৌঁছবে এই ট্রেনটি। তিনি এই বিশেষ ট্রেনের পাইলট হয়ে কর্মজীবনের আরও একটি সাফল্য মনে করছেন। প্রসঙ্গত, তিপ্রা মখা এবং আইপিএফটি যৌথ দিল্লি অভিযান সংগঠিত করছে আলাদা রাজ্যের দাবিতে। তিপ্রা মখার দাবি ধরা হবে প্রধানমন্ত্রীর আদি আইপিএফটির দাবি তিপ্রালাভ। এই দুটো দাবিই এক সাথে তুলে ধরা হবে প্রধানমন্ত্রীর ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। তাছাড়া বেশ কয়েকটি দাবিও রয়েছে। ৩০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর দিল্লির বাস্তরমন্ডরে অবস্থান কর্মসূচি সংগঠিত হবে। সেই সাথে থাকবে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিও। ইতিমধ্যে দিল্লি পৌঁছে গেছেন তিপ্রা মখার চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মী। বিমানে যাচ্ছেন আইপিএফটি'র সাধারণ

# কার্যকর্তাদের আগাম বললেন মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেছেন, তাদের দলের জয় নিশ্চিত। তবে তাদের কার্যকর্তাদের আনন্দ উজ্জ্বাস যেন অন্যের বিষাদের কারণ না হয়। দলের তরফে বলা হয়েছে, রাজ্যের নগর এলাকাগুলির ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ছোটখাটো কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার ভোটগণনার কাজ শুরু হবে সকাল ৮টা থেকে। ভোট গণনা প্রক্রিয়া স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হবে বলে ভারতীয় জনতা পার্টি আন্যবাদী। ভোটগণনা এবং গণনাভ্রের সম্ভাব্য

পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পার্টির কার্যকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব বিস্তারিত চর্চা করেছে। জনমত প্রকাশিত হবার পর কোন অবস্থাতেই পার্টি কোন কার্যকর্তার সাংগঠনিক ঐতিহ্য বজায় রেখে সংযম পালন করে চলবেন এবং প্রত্যেক কার্যকর্তাকেই মনে রাখতে হবে তাদের আনন্দ উজ্জ্বাস অন্য কারোর বিষাদের কারণ না হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট সকল পদাধিকারীকে অবগত করেছেন।

একই সঙ্গে রাজ্যের কোথাও আইন-শৃঙ্খলার অবনতিজনিত কোনও পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় এবং সর্বস্তরের পার্টি কার্যকর্তাদের আইন শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সুরক্ষা বাহিনীকে সব ধরনের সহযোগিতা যে যেতে হবে। অতিরিক্ত যাত্রী বহন পার্টি কার্যকর্তাদের মনে রাখতে হবে কোন প্রচোচনার ফাঁদে পরলে চলবে না। হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টির যে কোনও চেষ্টা প্রতিহত করতে হবে। পার্টির সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বজায় রেখেই জনগণের প্রত্যাশা পূরণে প্রত্যেক কার্যকর্তাকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট

বিষয়গুলিতে পার্টির রাজ্য সভাপতি পার্টির সমস্ত রাজ্য ও জেলা পদাধিকারী এবং বিধায়কদের অবগত করেছেন এবং সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে এই নির্দেশিকাগুলি পালনের কথা জানিয়েছেন। বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব এই বিষয়গুলো সর্বস্তরের কার্যকর্তাদের অবগত করেছেন।



ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩ ব্লকেও চেষ্টা প্রতিহত করতে হবে। পার্টির সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বজায় রেখেই জনগণের প্রত্যাশা পূরণে প্রত্যেক কার্যকর্তাকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৬৩									
	1	3	9	6		4			
8	4			1		6			9
5	6							3	2
7	3			9	2				
1		4	3	8	7	2	6	5	
	2		4		1		9	7	
		5	1						6
						6			3
			6	5	2				1



## দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবতি গুরুতর আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ নভেম্বর।। যান দুর্ঘটনা রাজ্যে অব্যাহত রয়েছে। যান সন্ত্রাসের খবর প্রতিদিনের শিরোনামে উঠে আসছে। আবারও যান দুর্ঘটনায় আহত হলেন দু’জন। ঘটনা শনিবার বিকেলে রাধাকিশোর পুর থানাধীন বাগমাস্থিত বারভাইয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে জাতীয় সড়কে। জানা যায়, টিআর০১ এ এইচ ৭২০৪ নম্বরের



বাইকটি উদয়পুর থেকে আগরতলার উদ্দেশে রওনা হয়ে বাগমা আসতেই রাস্তায় থাকা ট্রাক্কি দফতরের ড্রামের মধ্যে ধাক্কা মেঝে বাস্তায় ছিটকে পড়ে। জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান বাগমা ফাঁড়ি থানার ওসি-সহ পুলিশ বাহিনী। বাগমা ফাঁড়ির ওসি খোকন সাহা সাথে সাথে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের গেমটী জেলা হাসপাতালে পৌঁছে দেন। আহতরা হলেন দু’জন। কৃ পা শীলের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান চিকিৎসকরা।

# পানীয় জলের তীব্র সংকট



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৭ নভেম্বর।। গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়ণপুর এডিসি ভিলেজের চৌকিদার পাড়ায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীরা জানান, চৌকিদার পাড়ায় প্রায় ৯০ পরিবারের বসবাস। বহু বছর ধরে তাদের পাড়ায় পানীয়

জলের সংকট চলতে থাকলেও সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দফতর। যদিও বা প্রায় চার বছর আগে পানীয় জল সম্পদ দফতর থেকে সেখানে একটি মিনি ডিপ-টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেছে মিনি ডিপ-টিউবওয়েলটির জল পান করার অযোগ্য। তাই পানীয়

জলের পাম্প মেশিনটি সারাই করার জন্য এলাকাবাসী পানীয় জল সম্পদ দফতর বেস কয়েকবার দাবি জানিয়ে আসলেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় এলাকাবাসীরা বাধ্য হয়ে গত প্রায় দেড় মাস আগে পানীয় জলের দাবিতে নারায়ণপুর চৌমুহনি বাজার সংলগ্ন গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি রাস্তা অবরোধে বসেছিল। তখন মহকুমা পানীয় জল সম্পদ দফতরের আধিকারিকরা অবরোধস্থলে ছুটে গিয়ে গাড়ি করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র দুই গাড়ি জল দিয়ে গোটা পাড়ার মানুষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় এলাকাবাসী পাড়াতে একটি ডিপ-টিউবওয়েল বসানোর দাবি জানান।

## নির্যাতনের জেরে বাড়িছাড়া বধু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ২৭ নভেম্বর।। পণের জন্য গৃহবধুর উপর অকথ্য অত্যাচার করে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল অভিযুক্ত স্বামী। ২০১৭ সালে বেতাগা এডিসি ভিলেজের নাবালিকা মেয়ে হার্বাতলী এডিসি ভিলেজে এক যুবকের সাথে পালিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের এক বছর যেতে না যেতেই পণের জন্য গুরু করে স্বীর উপর অত্যাচার। এর মধ্যেই তাদের একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। ধাপে ধাপে বিবাহিতা মেয়ের স্বামীর পণের চাহিদা মোটাতাড়ি গিয়ে হতদরিদ্র পিতা টাকা ও ২০০টি রবাবরাগছের বাগান করে দেন। এতেও তার খই মের্টেনি। এখন অটোরিক্সা কিনে দেওয়ার জন্য স্বীর উপর অকথ্য অত্যাচার ও চাপ দিতে শুরু

করে অভিযুক্ত স্বামী। গত কিছুদিন আগেও শারীরিক অত্যাচারে অসুস্থ হয়ে নির্ঘাতিতা স্ত্রী সাক্রম মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তবে পণের জন্য স্বীকে চাপ দেওয়ার ঘটনা বারবারই স্থানীয় ভিলেজে জানানো হয়। পরবর্তী সময় আলোচনাক্রমে বিষয়টি মিটমিট করা হয়েছিল। কিন্তু তার কিছুদিন পরই আরও শুরু হয় পণের জন্য অত্যাচার। অবশেষে কোন উপায় না দেখে মেয়ে তার সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসেন। অভিযোগ, নির্ঘাতিতাকে তার স্বামী মারধর করে সন্তান-সহ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই শনিবার অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্রম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্ঘাতিতা স্ত্রী।

## অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত পরিবার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৭ নভেম্বর।। শনিবার সন্ধ্যায় ছাওনুতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। ছাওনুগ্রকের উজ্জল নগরই ভিলেজ কমিসির অন্তর্গত লারাইকারপারিপাড়ার আদিচন্দ্র চাকমার বাড়িতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে পরিবারটি বসতথর ভস্মীভূত হয়ে যায়। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসলেও কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ঘরের সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের জেরে পরিবারের তিন জন সদস্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। গৃহকর্তা আদিচন্দ্র চাকমার মা, বাবা এবং স্বীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছাওনু হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এমডিসি তথা এডিসির বিরোধী দলনেতা হংস কুমার ত্রিপুরা। তিনি হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ তিনজনের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে ওই বাড়িতে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

# তিপ্রা মথায় যোগদান



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৭ নভেম্বর।। শনিবার ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মনাইপাথর ভিলেজের চাঁদপুর পাড়ায় স্কুল মাঠে তিপ্রা

মথার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৩৪ পরিবারের ১৫০ জন ভোটার তিপ্রা মথায় যোগদান করেন। যোগদানকারীরা সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে

গিয়ে জানান, তারা শান্তি চান। এলাকার উন্নয়ন হবে কিনা তা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিষয়। কিন্তু এডিসি এলাকায় তিপ্রা মথার সাথে যুক্ত হয়ে তারা শান্তিতে বসবাস করতে চাইছেন। ধনপুরের মত জায়গায় তিপ্রা মথার শক্তিবৃদ্ধি হওয়াটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে যেভাবে তিপ্রা মথা শক্তি বাড়াবে তাতে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির চাপ বাড়বে।

## নিখোঁজ স্বামী, সন্তানকে নিয়ে অসহায় স্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ নভেম্বর।। ৯দিন ধরে নিখোঁজ স্বামী। সন্তানকে নিয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন গুজরান করছেন স্ত্রী। ঘটনা চড়িলাম আরডিল্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজীব কলোনি এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দা দীপেন আচার্য (৩২) পেশায় বাইক মেকানিক। চড়িলাম বাজারে তার দোকান আছে। গত ৯ দিন আগে ব্যাঙ্কে ১০০০০ টাকা জমা দেবে বলে ছেলেকে জানিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যান দীপেন। কিন্তু ৯ দিন অতিক্রান্ত হতে চললেও এখনও পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে আসেননি তিনি। অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন গুজরান করছে পরিবারটি। বাড়িতে খাবার দাবার নেই। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে দীপেনের একমাত্র সন্তান দীপু আচার্য। ছেলেটি এখন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পিতার জন্য চিঠিতে দীপেন আচার্যের মূল বাড়ি দক্ষিণ চড়িলাম গ্রামে। দীপেন আলাদাভাবে আড়ালিয়া গ্রামের রাজীব কলোনিতে এসে বাড়ি করেছিলেন। এই অবস্থায় দীপেনের স্ত্রী সুপর্ণা আচার্যের পাশে দাঁড়িয়েছে গ্রামের প্রধান সপ্তম সরকার-সহ এলাকাবাসী। গ্রামের প্রধান-সহ এলাকাবাসী শনিবার সকালে একত্রিত হয়ে সুপর্ণা আচার্যকে নিয়ে বিশালগড় থানায় জিডিএন্ট করেন। স্বামীকে ফিরে পেতে গ্রামবাসী-সহ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন অসহায় সুপর্ণা আচার্য।

## লকডাউন বাজারে উল্টে গেল লরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ নভেম্বর।। চালকের অসাবধানতায় সাতসকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল লরি। আহত দুই। ঘটনা বিশালগড় বাইপাসের লকডাউন বাজার সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার সাতসকালে আগরতলা থেকে বিলোনিয়ায় পণ্য নিয়ে যাওয়ার সময় এসস০১এফ ৫৭৩৯ লরিটি বিশালগড় লকডাউন বাজার এলাকায় আসতেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত মাত্রাতিরিক্ত গতিতে ছিল লরিটি।



তাছাড়া লরির চালক কৃষ্ণধন ভৌমিকও সূস্থ অবস্থায় ছিলেন না। যার দরশ্ন রাস্তার ডান দিকে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় লরিটি। এতে আহত হন লরির চালক কৃষ্ণধন ভৌমিক ও জামাতা

পরিমল ভান্ডারি। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দফতরে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা পরিমল ভান্ডারিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

## কৃষক আন্দোলনের বর্ষপূর্তি পালন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ নভেম্বর।। কৃষক আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারা ভারত কৃষক সভা বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে শনিবার সিপিআইএম বিভাগীয় কমিটি কার্যালয়ে কৃষক আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচিতে শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং নীরবতা পালন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন

কৃষক সভার বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, সিপিআইএম জেলা কমিটির ক্ষেত্রে সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, সেক্রেটারি উনিয়নের কেদ্রীয়া নেতৃত্ব দীপঙ্কর সেন, শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক, যুব নেতৃত্ব মধুসূদন দত্ত-সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতা ও কর্মী সমর্থকরা। কর্মসূচি শেষে সারা ভারত কৃষক সভা বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বাবুল

দেবনাথ আলোচনা করতে গিয়ে দাবি জানান, যে সব কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে প্রয়াত হয়েছেন তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাছাড়া বিদ্রোহ বিল বাতিল করারও দাবি জানানো হয়। কিষাণ সংযুক্ত মোর্চা ঘোষণা করেছে এ আইনগুলি যতদিন কার্যকর না হচ্ছে এবং কৃষি আইন যতক্ষণ না বাতিল হচ্ছে ততক্ষণ আন্দোলন জারি থাকবে।

## শ্রমিক সংকটে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ নভেম্বর।। প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন দুই ভাই। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেননি। সেই ভাই এখন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। অগ্নিদগ্ধ শ্রমিকের নাম সিদ্দিক মিঞা। গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন যোগেশ অধিকারীর বাড়িতে শ্রমিক সিদ্দিক মিঞা এবং তার ভাই কাজ করতে যান। দুপুর নাগাদ আবর্জনার স্তুপে আগুন লাগান সিদ্দিক মিঞা আর তাতেই ঘট বিপত্তি। অসাবধানতার কারণে শ্রমিক সিদ্দিক মিঞার শরীরে আবর্জনার আগুন লেগে যায়। তার আর্ডটিংকারে এলাকাবাসী জড়ো হয়ে আগুন নেভান। তারা তড়িঘড়ি শ্রমিককে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত জানা গেছে সিদ্দিক মিঞার শারীরিক অবস্থা কোনও উন্নতি হয়নি।

## ভোট গণনা বয়কট বামেদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ নভেম্বর।। সন্ধ্যা ও ছাঞ্জা ভোটার অভিযোগে তুলে ভোট গণনার কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করতে না সিপিআইএম। ভোট গণনায় বয়কটের ডাক দিল বিলোনিয়া সিপিআইএম কমিটি। উল্লেখ্য, ২৫ নভেম্বর পুর ও নগর ভোটার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ২৮ নভেম্বর ভোট গণনা। রাজ্যের অন্যান্য পুর ও নগর নির্বাচনের ভোট গণনার সাথে বিলোনিয়াতেও হবে এই ভোট গণনার কাজ। বিলোনিয়া দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয়ে চলবে পুর পরিষদের নির্বাচনের ভোট গণনার কাজ। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম ভোট গণনায় বয়কট করতে যাচ্ছে। সিপিআইএম পরিষদের নির্বাচনের দিন বহিরাগতদের লিয়ে ভোটারদের হুমকি থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টদের মারধর,

বাম মনোনীত প্রার্থী তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান দীপঙ্কর সেন। সাথে ছিলেন বাম মনোনীত প্রার্থী মানব রায়, মানিক দাস, মধুসূদন দত্ত।



এইদিন বাম মনোনীত প্রার্থী তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান দীপঙ্কর সেন আরো বলেন, বিলোনিয়া পুর পরিষদের নির্বাচনের দিন বহিরাগতদের লিয়ে ভোটারদের হুমকি থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টদের মারধর,

ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। পুর নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে অবাধ ভাবে ছাঞ্জা ভোট পড়েছে। এই ভোট বিলোনিয়া

শহরবাসীদের ভোট না, এই ভোট পঞ্চায়েতের বহিরাগতদের ভোট। ভোট গণনায় অংশগ্রহণ কোনভাবেই উচিত হবে না বলে জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, এই ভোট আমরা মানি না। পুনরায় নির্বাচনের দাবিও জানান বাম প্রার্থী দীপঙ্কর সেন।

# ২০৬ শূকরের মৃত্যুতে সর্বস্বান্ত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ নভেম্বর।। কয়েকদিনে ২০৬টি শূকরের মৃত্যুতে সর্বস্বান্ত এক শূকর পালক। ঘটনা চড়িলাম আর ডিল্লকের অন্তর্গত ছেচড়িমা ই গ্রাম পঞ্চায়েতের থালাভান্দা এলাকায়। শূকর পালকের নাম বিক্রম দাস। তার বাবা পরেশ দাস জন্মলগ্ন থেকে শূকরের ব্যবসা করে আসছেন। তারপর ব্যবসার কাজে হাত লাগান ছেলে বিক্রম। অনেক পরিশ্রম করে টাকা জোগাড় করে শূকর ব্যবসা শুরু করে। জানা যায়, ১৪ লক্ষ টাকা



খরচ করে শূকর রাখার ঘর বানিয়েছিল। তিন বছর হয়েছে ফার্ম তৈরি করেছেন। সেই ফার্মে ২০৬ টি শূকরকে লালন পালন করে বড় করে তুলেছেন। প্রতিটি শূকরের মূল্য ছিল ৫০ থেকে ৬০

হাজার টাকা। গত কয়েক দিনের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সব শূকর মারা যায়। চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে ভ্যাকসিনও করিয়ে দিলেন। চিকিৎসা বাবদ খরচ করেছেন

দু’থেকে তিন লক্ষ টাকা। এর পরেও বাঁচানো গেলো না শূকরগুলিকে। আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তিনি। ২০৬ টি শূকরের মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি। বুঝে উঠতে পারছেন না কি করে এত বড় সর্বনাশ হয়েছে অর্থাৎ শূকরগুলি মারা গেছে? স্থানীয় পঞ্চায়েত ও সরকারের কাছে আবেদন করেছেন সাহায্যের জন্য। যাতে করে আবারো শূকর জন্ম করে ব্যবসা করে খালসলী হতে পারেন।

**PUBLIC NOTICE**

The National Human Rights Commission has decided to hold a public hearing on grievances of the general public regarding alleged violations of human rights in the states of Meghalaya, Mizoram and Tripura from 14th to 15th December, 2021 at Shillong. Those persons who have a complaint of alleged violations of human rights by a public servant or of negligence by a public servant in prevention of such violation may send their complaints to the Commission by Registered Post / Speed post at the following address or through email at [jrlawnhrc@nic.in](mailto:jrlawnhrc@nic.in)

Registrar,  
National Human Rights Commission,  
Manav Adhikar Bhawan, Block C,  
GPO Complex, INA,  
New Delhi-110023

Complaints can be submitted using NHRC portal ([hrcnet.nic.in](http://hrcnet.nic.in)) directly or through the nearest Common Service Centre.

The Complainants must invariably mention their mobile numbers / e-mail id etc.in the complaint for facilitating communication with them.

**Last Date for receipt of Complaints in NHRC is further extended till: 06:12:2021**

Such complaints as are deemed fit for enquiry shall be taken up at the open public hearings. The parties shall be informed in due course about the date and venue of public hearing.

On behalf of NHRC,  
Published by the Law Department,  
Govt. of Tripura.

**NB: This is issued in continuation of the publication dated 26/11/2021**

ICA/D/1333/21



## জানা অজানা পিঁপড়া যখন ডাক্তার



পিঁপড়ারা দল বেঁধে থাকে। এরা খুবই সামাজিক। পিঁপড়াদের একসঙ্গে খাবার সংগ্রহ করা বা সারি বেঁধে চলার কথা আমরা সবাই জানি। নতুন গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, এদের মিলেমিশে থাকা আর একে অপরকে সাহায্য করার গল্প। মাটিাবেলে প্রজাতির পিঁপড়াদের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, এরা কতটা সাহায্যপ্রবণ। এই প্রজাতির পিঁপড়া উইপোকা শিকারে বেশ পারদর্শী। ২০০ থেকে ৬০০ সৈন্য পিঁপড়ার একটা দল উইপোকার চিবিতে আক্রমণ চালায়। উইপোকাদের শিকার করা কিন্তু খুব সহজ নয়। সৈনিক পিঁপড়াদের রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয় উইপোকাদের সঙ্গে। উইপোকারা তাদের শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে পিঁপড়াদের শরীরে কামড় বসিয়ে দেয়। এই কামড়ই প্রাণঘাতী হতে পারে পিঁপড়াদের জন্য। অনেক মাটিবেলে পিঁপড়া পায়ে আঘাত পায়, এমনকি পা হারিয়ে পঙ্গু পর্যন্ত হয়ে যায়। তবে আঘাত পাওয়া পিঁপড়াদের অন্য পিঁপড়ারা ফেলে রেখে যায় না। তাদের পাশে এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বিজ্ঞানী এরিক ফ্র্যাঙ্ক ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথমে জার্মানিতে ও পরে সুইজারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের আফ্রিকান মাটিবেলে পিঁপড়াদের নিয়ে গবেষণা চালান। তাঁরা দেখতে পান মাটিবেলে পিঁপড়ারা আহত পিঁপড়াদের বহন করে বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, সুস্থ সৈন্যরা আহত সৈন্যদের চিকিৎসাসেবাও দেয়। আহত পিঁপড়ারা ফেরামনের সাহায্যে অন্য পিঁপড়াদের একধরনের রাসায়নিক সংকেত পাঠায়। তখন অন্য পিঁপড়ারা এসে তাদের ক্ষতস্থান চেটে আহতদের সুস্থ করার চেষ্টা করে। ফ্র্যাঙ্ক পরীক্ষা চালিয়ে দেখেন, আহত পিঁপড়ারা যদি এই সেবা

না পায় তাহলে ৮০ শতাংশ পিঁপড়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। এরিক ফ্র্যাঙ্ক ধারণা করছেন, পিঁপড়াদের লালায় কিছু জীবাণু প্রতিরোধী উপাদান আছে। সেই উপাদান ক্ষতস্থান দ্রুত সারিয়ে তোলে। আহত পিঁপড়ারা সুস্থ হওয়ার পর আর দশটা পিঁপড়ার মতোই স্বাভাবিক গতিতে চলাফেরা করতে পারে। তবে পিঁপড়ারা বেশ বাহ্যবিচার করে কাকে সাহায্য করবে আর কাকে করবে না, তা নিয়ে। মারাত্মক আহত পিঁপড়া, মানে যাদের পাঁচটার মতো পা ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের তারা সাহায্য করতে চায় না। কারণ তাদের বাঁচার সম্ভাবনা এমনতেই অনেক কম। কিন্তু যেসব পিঁপড়া একটা বা দুইটা পায়ে আঘাত পেয়েছে তাদের তারা সেবা দিয়ে সুস্থ করার আগ্রাণ চেষ্টা করে। অন্য দিকে সামান্য আঘাত পাওয়া পিঁপড়ারা কারও সাহায্য ছাড়াই তাদের বাসা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তবে বাসার কাছাকাছি এলে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন অন্যদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে এ রকম চিকিৎসাসেবা দেওয়ার নজির এই প্রথম খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের মতে, মহানুভবতা প্রকাশ করা পিঁপড়ার উদ্দেশ্য নয়; বরং এর সঙ্গে জড়িত আছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়। মাটিবেলে পিঁপড়াদের কলোনিগুলো আকারে ছোট হয়। কারণ তাদের জমাহার খুব কম। তার ওপর শিকার করতে গিয়ে আহত-নিহত হওয়ার ঘটনা তো হরহামেশাই ঘটে। আবার একজন থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে পুরো কলোনিতে। তখন পুরো কলোনি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তাই নিজেদের টিকিয়ে রাখতেই অন্যদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তারা।

## বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন ‘মহাপৃথিবী’! জোড়া গ্রহের কীর্তি দেখে বিস্মিত বিজ্ঞানীরা

ব্রহ্মাণ্ডের কোন কোণে রয়েছে পৃথিবীর দোসর? বহু বছর ধরে খুঁজ চলেছেন বিজ্ঞানীরা। আজও উত্তর মেলেনি। তাই অমেঘণও জারি রয়েছে। আর খুঁজতে খুঁজতেই মিলেছে এমন নক্ষত্র জগতের সন্ধান যেখানে রয়েছে দু’টি ‘সুপার আর্থ’ বা মহাপৃথিবী। এই আবিষ্কারে উত্তেজিত গবেষকরা। মনে করা হচ্ছে, আগামীদিনে গ্রহের বিবর্তন ও চৈত্রিত্রা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে দিশারি হতে পারে এই জোড়া গ্রহ। ‘অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স’ জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র থেকে জানা যাচ্ছে ওই দুই গ্রহটি এইচডি ১৩৬৭ নামের নক্ষত্রকে যথাক্রমে ১ ও ৩০ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করতে পারে। ওই নক্ষত্রজগতের তৃতীয় গ্রহটি ৮ দিনে এক চক্রর কেটে আসে নক্ষত্রটিকে। গ্রহদের চরিত্রের নানা দিক নিয়ে লাগাতার গবেষণা করে চলেছেন গবেষকরা। এই গবেষণাপত্রে জানানো হয়েছে, সাধারণত যে নক্ষত্রের চারপাশে একাধিক গ্রহ ঘুরপাক খায় তাদের মধ্যে নেপচুনের চেয়ে ছোট ও পৃথিবীর চেয়ে বড় গ্রহদের সংখ্যা বেশি। প্রসঙ্গত, সৌরজগতের বাইরে পৃথিবীর চেয়ে বেশি ভরযুক্ত কিন্তু ইউরেনাস ও নেপচুনের চেয়ে হালকা গ্রহগুলিকেই বিজ্ঞানীরা ডাকেন ‘সুপার আর্থ’ বলে।

এইচ ডি ৩৬৭৭ আবিষ্কৃত হয়েছিল ২০১৬ সালে। সেই সময় দু’টি গ্রহকেই দেখা গিয়েছিল। তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল সি ও ডি। বিজ্ঞানীদের নজর এড়ায়নি গ্রহগুলির আবর্তনের অদ্ভুত ভঙ্গি। পৃথিবী কিংবা আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহদের মতো নিজের অক্ষে পাক না খেয়ে মেরুকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে। তবে পরবর্তী কয়েক বছরের গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়েছে ওই নক্ষত্র জগতের তৃতীয় গ্রহটি। চিনির অতিকায় টেলিস্কোপের সাহায্যেই সেটির খোঁজ পেয়েছেন গবেষকরা। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই গ্রহটি কিন্তু সৌরজগতের গ্রহগুলির মতো করই পাক খাচ্ছে এইচডি ৩১৬৭-কে। এটির নাম দেওয়া হয়েছে বি। কিন্তু পৃথিবীর এই ‘সুপার’ সংস্করণে কি রয়েছে প্রাণের সম্ভাবনা? সে বিষয়ে অসংখ্য কোনও আশার আলো দেখাছেন না বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী থেকে ১৫০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত গ্রহ দু’টিকে পর্যবেক্ষণ করে প্রাণ থাকার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাননি তাঁরা। তবে সৌরজগতের বাইরে ছড়িয়ে থাকা ছায়াপথের অসংখ্য অজস্র নক্ষত্রমণ্ডলী ও তাদের সদস্য গ্রহগুলির চরিত্র বুঝতে এই ধরনের আবিষ্কার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাতে নিঃসন্দেহ বিজ্ঞানীরা।

# করোনার এই নতুন রূপ ডেল্টারও প্রতিদ্বন্দ্বী, উদ্বেগে হু আধিকারিকরা

**ওয়াশিংটন, ২৭ নভেম্বর।**। মাত্র দিন তিনেকের মধ্যেই তার সঙ্গে করোনা ভাইরাসের ডেল্টা রূপের তুলনা টানতে শুরু করেছেন অনেকে। উদ্বেগের প্রহর গুনতেও শুরু করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু করোনার নয়া রূপ ‘ওমিক্রন’ (ভাইরাস বিজ্ঞানের পরিভাষায় বি.১.১.৫২৯) সংক্রমণের হিসেবে আদৌ তার পূর্বসূরি ডেল্টা রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে অতিমারি বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই। সে লড়াই

**করোনা ভাইরাসের এই রূপটির আবির্ভাব হয়েছে প্রায় ৫০ বার জিনের বিন্যাস বদলের ফলে**

রীতিমতো কঠিন। অনেকটা ভোটযুদ্ধে নরেন্দ্র মোদিকে হারানোর মতো। এখনও পর্যন্ত ওমিক্রনের প্রভাব দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ এবং তার আশপাশের কিছু এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া হংকং, ইজরায়েল এবং আফ্রিকা-ফেরত কয়েক জন পর্যটকের শরীরেও মিলেছে এই রূপ। গত ১৬ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনাভাইরাসের নতুন রূপে সংক্রমিতের সংখ্যা ছিল ৩০০-র কাছাকাছি। ২৫ নভেম্বর তা বেড়ে ১, ২০০-তে পৌঁছয়। সংক্রমণ বৃদ্ধির এই হার উদ্বেগজনক। কিন্তু অতিমারি বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, শুধুমাত্র এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত নয়। অতিমারি পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা বলে, এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্যসংগ্রহ এবং নির্ভুল বিশ্লেষণের জন্য অন্তত এক সপ্তাহ সময় দেওয়া প্রয়োজন। সেই সময়সীমা এক মাসও হতে পারে। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) শুক্রবারই করোনা ভাইরাসের এই নয়া রূপকে ‘উদ্বেগের কারণ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অতীতে ডেল্টাকেও একই বিশেষণে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের অনেকে মতে, ‘হু’ এটিকে ‘উদ্বেগের কারণ’ বলেছে। ‘আতঙ্কের কারণ’ বলেনি। উদ্বেগের কারণ বলেই বিভিন্ন দেশ তড়িঘড়ি আপেক্ষালীন ব্যবস্থা নিতে ময়দানে নেমে পড়েছে। যা আদতে ‘রুটিন সতর্কতা’। তবে এই ‘রুটিন সতর্কতা’ জারির ক্ষেত্রেও নজিরবিহীন অতি সক্রিয়তা দেখানো হয়েছে বলে অতিমারি বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকে বলাচ্ছেন। তাঁদের মতে, ডেল্টার ক্ষেত্রে ‘উদ্বেগের কারণ’ ঘোষণা করতে বেশি সময় নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ‘হু’-র বিরুদ্ধে। সেই

## ভোটের ময়দানে এবার মমতার ভ্রাতৃত্বধু

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর।**। কলকাতা পুরভোটের ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের এক সদস্য। ভবানীপুর বিধানসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রার্থী হয়েই শনিবার প্রচারে নেমে পড়লেন কাজরী। এর আগে ওই ওয়ার্ড থেকে জিতেছেন রতন মালাকার। সেইসময় সাংগঠনিক সব দায়িত্ব ছিল কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁধেই। এবার সেই আসনে দাঁড়িচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে সংগঠন সামলানোর দায়িত্বে থাকা কার্তিকবাবুর স্ত্রী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়। সুত্রের খবর, রতন মালাকারের ব্যাপারে আপত্তি উঠেছিল দলের মধ্যে থেকেই। শনিবার সকাল থেকেই জনসংযোগে নেমে পড়েছেন কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্প কয়েকজন সমর্থক নিয়ে আজ ঘরে ঘরে গিয়ে জনসংযোগ করলেন বলরামঘাট রোডে। এই এলাকাতেই তাঁর ঋণ্যবাড়ি ও বাপের বাড়ি। সেই অর্থে এলাকারই মেয়ে তিনি। কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ও নিজের দলের কর্মী হিসেবে তাঁকে সবাই চেনে। তাহলে নতুন করে জনসংযোগের কী আছে? কাজরীদেবী বলেন, ‘রোজই জনসংযোগের মধ্যে থাকি। তবে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে নেমে পড়লাম। ভোটের একটা অঙ্গ বলতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মবুধর পরিচয় কাটিয়ে উঠে কী লক্ষ্য থাকবে? কাজরী বলেন, মানুষের সার্বিক

● এরপর দুইয়ের পাঠায়



**নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর।**। সংসদে আগামী সোমবারই বিতর্কিত তিন কৃষি আইন বাতিলের প্রস্তাব আনছে কেন্দ্র। তার ঠিক দু’দিন আগেই তাদের প্রস্তাবিত ‘সংসদ চলো’ কর্মসূচি পিছিয়ে দিলেন কৃষকেরা। শনিবার সংযুক্ত কিসান মোর্চার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে শনিবার বৈঠকে বসেন কৃষক নেতারা। সেই বৈঠকেই সংসদ

অভিযান পিছিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত আনবে বলেও জানাচ্ছেন কেন্দ্র। এর মধ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করার বিষয়টিও রয়েছে। এই বৈঠকের ঠিক আগে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমার আন্দোলন তুলে নেওয়ার জন্য কৃষকদের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু, কৃষি আইন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ‘ইউ টার্ন’-এর পরেও কৃষকরা দাবি করে আসছিলেন, তিন

কৃষি আইনকে পাকাপাকিভাবে বাতিল করতে হবে। অর্থাৎ সংসদে প্রস্তাব এনে ওই আইনগুলি বাতিল করতে হবে। সুত্রের দাবি, কৃষকদের সেই দাবি মেনে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে আইন বাতিলের প্রস্তাব রাখবে সরকার। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার অনেক আগেই তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## ৪০ দিনের সন্তানকে খুন নাবালিকা মায়ের

**ভোপাল, ২৭ নভেম্বর।**। একরত্তি সন্তানকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা। খুন করলো খোদ মা। কিন্তু কেন? সেই ঘটনার তদন্তে নামতেই এক মর্মাত্মক কাহিনীর হৃদিশ পেল মধ্যপ্রদেশের পুলিশ। পুলিশি হেফাজতে মেয়েটি যে কথা জানিয়েছে, তা মর্মান্তিক। ৪০ দিন বয়সের সন্তানকে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরেছে সে। যে মা নিজেই নাবালিকা। উপরন্তু ধর্ষণের শিকার। এই ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের দামো জেলায় বছর পনেরোর এক নাবালিকাকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। মেয়েটি ধর্ষণের শিকার হয় এবং অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। তারপর কার্যত বাধ্য হয়েই সন্তানের জন্ম দেয় ওই নাবালিকা। গোটা ঘটনায় নিজের অপশন ও ঘৃণার জেরেই

সন্তানকে সে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে দামো জেলার তেন্দুখোড়া থানার সাব ডিভিশনাল অফিসার অশোক চৌরাশিয়া। তিনি জানান, গ্রামেরই এক কিশোরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় ওই কিশোরী। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাসে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ধর্ষণ করে তার প্রেমিক কিশোরই, যার জেরে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। পরে আগস্ট মাসে পেটে যন্ত্রণার সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন যে, সে অন্তঃসত্ত্বা। তখনই বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের কাছেও প্রকাশ করে কিশোরী। তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে অভিযোগ দায়ের

করে এবং নানা অভাব দূর করে। ৪. গুড়ের চা ভালো ডিটক্সের কাজ করে। যে ব্যক্তিদের গলা ও ফুসফুসে বার বার সংক্রমণ হয় তারা এই চা পান করলে উ পকার পেতে পারেন।৫. মাইগ্রেন বা মাথা ব্যথার সমস্যা থাকলে গরুর দুধে দিয়ে গুড়ের চা মিশিয়ে পান করুন। ৬. রক্তের অভাব থাকলে গুড় খাওয়া বা এর চা বানিয়ে পান করলে এই অভাব দূর হয়ে। গুড়ের প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। গুড়ের প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে, যা রক্তের অভাব দূরীকরণ। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে গুড়ের চা।৮. পিরিয়ডের সময়

## লাইফ স্টাইল

# শীতকালে পান করুন গুড়ের চা

## পাবেন নানা উপকার

দিনে একবার চা না-হলে চলে না আনন্দেরই। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর চায়ের কাপ ও খবরের কাগজ হাতে বসে পড়েন সকলেই। কেউ কেউ আবার দিনে চার থেকে পাঁচ কাপ চা পান করেন। শীতকালে এই সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু অধিক পরিমাণে চা পান অস্বাস্থ্যকর। ক্যাফিন ও চিনির কারণে অধিক পরিমাণে চা পান করলে শরীরের চা আরও উপকারী হয়। আবার গুড় শরীরের পক্ষে গরম, তাই শীতকালে গুড় খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া গুড়ের চা পান করার উপকারিতা। ১. গুড়ের চা পান করলে পাচন তন্ত্র সুস্থ থাকে। পাশাপাশি বুক জ্বালার সমস্যাও কমে। উল্লেখ্য গুড়ই কৃত্রিম

গুড়ের গুড়ের প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং বি, ফসফরাস, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, স্লেকোজ, গ্লুকোজ, আয়রন, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও মিনারেল থাকে। এটি শরীর যেমন গরম রাখে, তেমনই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। শীতের সময় গুড়ের চা পান করলে সর্দি ও কফ থেকে স্বস্তি পাওয়া যায়। গুড়ের চায়ে আদা, গোলমরিচ ও তুলসি পাটা দিয়ে পান করুন। ৩. বার বার ক্লান্তি অনুভব করলে গুড়ের চা পান করুন, এর ফলে ক্লান্তি দূর হবে। এই চা শক্তি প্রদান

সুইটনার কমই থাকে। চিনির তুলনায় এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও মিনারেল থাকে, তাই শীতকালে গুড়ের চা পান করা উপকারী।২. গুড় গরম প্রকৃতির হয়। এটি শরীর যেমন গরম রাখে, তেমনই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। শীতের সময় গুড়ের চা পান করলে সর্দি ও কফ থেকে স্বস্তি পাওয়া যায়। গুড়ের চায়ে আদা, গোলমরিচ ও তুলসি পাটা দিয়ে পান করুন। ৩. বার বার ক্লান্তি অনুভব করলে গুড়ের চা পান করুন, এর ফলে ক্লান্তি দূর হবে। এই চা শক্তি প্রদান

করে এবং নানা অভাব দূর করে। ৪. গুড়ের চা ভালো ডিটক্সের কাজ করে। যে ব্যক্তিদের গলা ও ফুসফুসে বার বার সংক্রমণ হয় তারা এই চা পান করলে উ পকার পেতে পারেন।৫. মাইগ্রেন বা মাথা ব্যথার সমস্যা থাকলে গরুর দুধে দিয়ে গুড়ের চা মিশিয়ে পান করুন। ৬. রক্তের অভাব থাকলে গুড় খাওয়া বা এর চা বানিয়ে পান করলে এই অভাব দূর হয়ে। গুড়ের প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে, যা রক্তের অভাব দূরীকরণ। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে গুড়ের চা।৮. পিরিয়ডের সময়

## চিদাম্বরম ও ছেলেকে দিল্লি আদালতে তলব

**নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর।**। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম এবং তাঁর কার্তি চিদাম্বরম সহ বেশ কিছু রাজনীতিককে তলব করল দিল্লির এক আদালত। এয়ারসেল-ম্যাক্সিস কাণ্ডের জন্যই তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। সুত্রের খবর এমনটাই। চিদাম্বরম সহ বাকিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং আর্থিক তহব্বপের অভিযোগ রয়েছে। ওই কাণ্ড নিয়ে ইডি এবং সিবিআই যৌথভাবে চার্জশিট পেশ করেছিল। যার ভিত্তিতে চিদাম্বরম ও তাঁর পুত্রকে সমন পাঠানো হয়। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই দিল্লির বিশেষ আদালত এনিয়ে অর্ডার পাশ করার কথা বলেছিল। শনিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দু’টির পেশ করা চার্জশিটগুলিকে মান্যতা দিয়ে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিল আদালত। **Rouse Avenue Court** -এর বিশেষ বিচারপতি এম কে নাগপাল সোমবার ওই রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন। এদিন আদালতের তরফ থেকে বলা হয়েছে, চার্জশিটে



করা অভিযোগ অত্যন্ত গম্ভীর। এয়ারসেল-ম্যাক্সিস চুক্তির সময় ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ডের-র অনুমতি কে বা কারা দিয়েছিল তা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই এবং ইডি। ২০০৬ সালে এফআইপিপি এর অনুমতি পেয়েছিল এয়ারসেল-ম্যাক্সিস। সে সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন পি চিদাম্বরম। গত বছর ডিসেম্বর মাসে আইএনএক্স মিডিয়া-কে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ডের অনুমতি পাইয়ে দিয়েছেন, অভিযোগ ছিল এমনটাই। দু’বছর আগে পি চিদাম্বরম-কে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় তিহার জেলে। কংগ্রেস নেতারা বলে কার্তি চিদাম্বরমকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল একই মামলায়। গত বছর দু’জনেই জামিনে মুক্তি পান। ২০১৯ সালে সিবিআই চিদাম্বরম পুত্রের ৫৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। স্পেন, ব্রিটেন সহ অন্য দেশে সম্পত্তি ছিল তাঁর। দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর সম্পত্তির রয়েছে বলেই খবর পাওয়া গিয়েছিল সেসময়।

## দেশের গরিব রাজ্যের তালিকায় তিনে উত্তরপ্রদেশ, শীর্ষে বিহার

**নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর।**। সামনেই উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন। সম্প্রতি একাধিক অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন নিয়ে সওয়াল করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি দাবি করেছেন, কেন্দ্রে—রাজ্যে ভবল ইঞ্জিন সরকার মানে উন্নত পরিষেবা এবং পরিকাঠামো। কিন্তু প্রচারের সঙ্গে পরিসংখ্যানগত ব্যাপক ফারাক ফুটে উঠল নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক দারিদ্র্য সূচকে। সেই সূচকে বলা হয়েছে, দেশের প্রথম তিন গরিব রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ। গরিবি সূচকে চতুর্থ স্থানে মধ্যপ্রদেশ, পঞ্চমে মেঘালয়। দেশের সবচেয়ে গরিব রাজ্য বিহার শুধু আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে নয়, পিছিয়ে অগুপ্তির কারণে শিশু মৃত্যুর সূচকেও।রিপোট অনুযায়ী, বিহারে ৫১.৯১ শতাংশ দরিদ্র। ঝাড়খণ্ডে তা ৪২.১৬ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে ৩৭.৭৯ শতাংশ। এরপর রয়েছে মধ্যপ্রদেশ এবং মেঘালয়। মধ্যপ্রদেশে দরিদ্র ৩৬.৬৫ শতাংশ এবং মেঘালয়ে ৩২.৬৭ শতাংশ। অন্যদিকে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে দারিদ্র্য সূচকে ওপরের দিকে রয়েছে দাদরা ও নগর হাভেলি (২৭.৩৬ শতাংশ), জম্মু—কাশ্মীর

এবং লাদাখ (১২.৫৮ শতাংশ), দমন ও দিউ (৬.৩২ শতাংশ), চণ্ডীগড় (৫.৯৭ শতাংশ)। পাশাপাশি দেশে দারিদ্রতা কম করলে। সেখানে দরিদ্র মোট জনসংখ্যার ০.৭১ শতাংশ। এরপরই রয়েছে গোয়া (৩.৭৬ শতাংশ), সিকিম (৩.৮২ শতাংশ), তামিলনাড়ু (৪.৮৯ শতাংশ) ও পাঞ্জাব (৫.৫৯ শতাংশ)। নীতি আয়োগে চেয়ারম্যান রাজীব কুমার জানিয়েছেন, সরকারি নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দেশের বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনের মান—এই তিনটি বিষয়ে মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা হয়েছে। নীতি আয়োগ প্রকাশিত এই দারিদ্র্য সূচক বিশ্ব স্বীকৃত। অক্সফোর্ডের দারিদ্র্য এবং মানব উন্নয়ন উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষিত উন্নয়ন কর্মসূচি মেনেই তৈরি। এটা ঘটনা গরিব রাজ্যের তকমা পাওয়া। প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে চারটি রাজ্যে বিজেপি কিংবা তাঁদের জোট সরকার। আবার বিজেপি রাজ্য হিসেবে পরিচিত তামিলনাড়ু, কেরল, পাঞ্জাব এই তালিকার একদম নীচের দিকে রয়েছে।



ব্যথা হলে গুড়ের চা পান করতে পারেন। এর ফলে ব্যথা কম হয়। ৯. পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে গুড়ের চা। খাবার পর এক টুকরো গুড় খাওয়া উচিত। ১০. গুড়ের চা ফাট কম করতে সাহায্য করে। এটি ওজন কম করে। চিনির তুলনায় গুড়ই ক্যালোরি কম থাকে, এর ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ১১. গুড়ের প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস থাকে। এ ছাড়াও গুড়ের

চা পান করলে হাড় মজবুত হয়। প্রতিদিন গুড় খেলে খনিজের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণে চাখা যা গুড়ের চা বানানোর পদ্ধতিঃ একটি পাত্রে জল দিয়ে তা ফুটিয়ে নিন। তারপর তাতে ফাট কম করতে সাহায্য করে। এটি ওজন কম করে। চিনির তুলনায় গুড়ই ক্যালোরি কম থাকে, এর ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ১১. গুড়ের প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস থাকে। এ ছাড়াও গুড়ের



# অক্ষর-অশ্বিনের প্যাঁচে চাপে নিউজিল্যান্ড দিনের শেষে উইকেট খোয়ালো ভারতও

ভারত: ১৪-১ (পূজারা ৯, মায়াক্ষ ৪) এবং ৩৪৫/১০  
নিউজিল্যান্ড: ২৯৬-১০  
(ল্যাথাম ৯৫, ইয়ং ৮৯)  
ভারত ৬৩ রানে এগিয়ে।

কানপুর, ২৭ নভেম্বর ।। কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে দুই দলের ড্রেসিং রুমের ছবিটা যেমন ছিল, তৃতীয় দিনের শেষে সম্ভবত ঠিক তার উল্টোটাই হবে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ওপেনারদের বিরীত জুটিতে ভর করে নিউজিল্যান্ড যেখানে বেশ স্বস্তিদায়ক জায়গায় ছিল, সেখানে তৃতীয় দিনের শেষে ভারতীয় শিবির অনেকটাই ভাল জায়গায়। বলা ভাল, কিউরিয়ের থেকে এই মূহুর্তে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ভারত। কানপুর টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের স্কোর ১ উইকেটের বিনিময়ে ১৪ রান। এর আগে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে ২৯৬ রানে। দিনের শেষে শুভমন গিলের উইকেট খোয়ানো ছাড়া এদিন মোটামুটি সবকিছুই ঠিকঠাক করেছে ভারত। দিনের শেষে টিম ইন্ডিয়া'র লিড ৬৩ রানের বিদা উইকেটে ১২৯ রান। প্রথম ইনিংসে ভারতের ২৪৫ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে এটাই ছিল কিউরিয়েরের স্কোর। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন না স্পিনার না পেসার, কোনও ভারতীয় বোলারই সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেননি। কিন্তু তৃতীয় দিনে ছবিটা বদলে যায়। দলগত ১৫১ রানের মাধ্যম কিউরি

## ক্রিশ্চিয়ানো

## রোনাল্ডোর প্রাক্তন

## ক্লাবে পুলিশি হানা

**রোম, ২৭ নভেম্বর**ঃ হঠাৎ সমস্যায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রাক্তন ক্লাব জুভেন্টাস। ইটালির এই ক্লাবে হানা দিল পুলিশ। ২০১৯ থেকে ২০২১, এই তিন বছর দলবদলের বাজারে আর্থিক নদ-ছয়ের অভিযোগ রয়েছে জুভেন্টাসের কর্তাদের বিরুদ্ধে তুরিন পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, জুভেন্টাসের সিনিয়র কর্তারা দলবদলের সময় বিনিয়োগকারীদের ভুয়া তথ্য দিয়েছিলেন কি না, বা অভিজ্ঞহীন লেন-দেনের নথি পেশ করেছিলেন কি না, তা নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। এই তদন্তের জন্যই ক্লাবের তুরিন এবং মিলানের দপ্তরে তল্লাশি চালানো করা হয়েছে। প্রচুর নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ক্লাব সভাপতি আল্ফ্রে আগনেলি এবং সহ-সভাপতি পাভেল নেডেভেড-সহ মোট ছয় কর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে নেডেভেড চেক প্রজাতন্ত্র এবং জুভেন্টাসের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ফুটবলার। তাঁর সময়ে জুভেন্টাস দু'বার সিরি আ জিতেছিল। একবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রানার্স হয়েছিল। চেক প্রজাতন্ত্র তাঁর সময়ে ইউরোপে রানার্স হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের অন্যতম প্রাক্তন স্পোর্টিং ডিরেক্টর ফাবিয়ো পারাতিচি এখন আর এই ক্লাবে নেই। তিনি এই মরসুমে টটেনহামে যোগ দিয়েছেন।



শিবিরে প্রথম আঘাতটি হানেন অশ্বিন। এরপর ১৯৭ রানে ফিরে যান অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। এর পরই নিউজিল্যান্ড ব্যাটিং লাইন-আপে ধস নামান অক্ষর

প্যাটেল এবং অশ্বিন। ভারতীয় স্পিনারদের প্যাঁচে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে উইকেট খোয়াতে থাকে কিউরির। ফলে লেথাম (৯৫) এবং ইয়ং (৮৯) দুর্দান্ত ইনিংস খেললেন।

প্রথম ইনিংসে ৪৯ রানে পিছিয়ে পড়ে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ভারতের স্কোর ১৪ রানে ১ উইকেট।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## মোহনবাঁশির সুর আরও মধুর হল

## টানা তিনটি ডার্বি জিতলো সবুজ-মেরুন

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর** ঃ আইএসএল-এ কলকাতা ডার্বির স্কোর বোর্ডে একটি নাম ধারাবাহিক। রয় কৃষ্ণ। পর পর তিনটি ডার্বিতে গোল করলেন তিনি। সবুজ-মেরুন সমর্থকদের হৃদয়ে সেই কৃষ্ণ বাজালেন মোহনবাঁশি। শনিবার এসসি ইস্টবেঙ্গলকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল এটিকে মোহনবাগান খেলার শুরু থেকেই দাপট ছিল মোহনবাগানের। ১২ মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন রয় কৃষ্ণ। সেই গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের গোল। এ বার মনবীর সিংহ। যিনি

গোল করলে এটিকে মোহনবাগান হারে না। হারওনি। মুহূর্ধ্ব আক্রমণে তখন দিশেহারা লাল-হলুদ রক্ষণ। গত মরসুমে মোহনবাগানে খেলা অরিদম

ভট্টাচার্য কী করবেন বুঝেই উঠতে পারছেন না। মনবীরের গোলের সময় যে পোস্ট গার্ড নিয়েছিলেন, সেখান থেকেই গোল খেলেন

●এরপর দুইয়ের পাতায়



## ভিন্‌রাজ্যের কোচদের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর** ঃ কোচ নিয়োগের সময় বলা হয়, তাদের নাকি পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। যদিও স্থানীয় কোচদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত খারাপ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কোচ জানিয়েছেন, দীর্ঘ ২০ বছর ধরে কোচিং লাইনে আছি। বেশ কয়েকবার রাজ্য দলের দায়িত্বও সামলেছি। কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করেছি এমন কথা কখনই বলতে পারবো না। নিয়োগের সময় হয়তো বলা হয়েছে, স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করবো। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, সেই স্বাধীনতা কখনই পাওয়া যায়নি। দল গঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বদাই বিভিন্ন মহল থেকে প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে। আমি হয়তো ভেবেছি একরকম, কিন্তু বিভিন্ন মহলের চাপে পুরোপুরি নতুন পরিকল্পনা নিতে হয়েছে। স্থানীয় কোচরা স্বীকার করুন বা না করুন তারা কখনই স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান না। এর মানে এই নয় যে, ভিন্‌রাজ্যের কোচদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এক ক্রিকেট সংগঠক জানিয়েছেন,

ভিন্‌রাজ্যের যেসব কোচরা এখানে আসেন তারা মূলতঃ অন্য কোন জায়গায় সুযোগ না পেয়ে ত্রিপুরাকে আশ্রয়স্থল বানিয়ে ফেলেন। কয়েক মাসের জন্য কোচিং করিয়ে বিশাল অঙ্কের অর্থ পেয়ে যাবেন। এই সুযোগটা কেউ হাতছাড়া করতে চান না। তাই স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পেয়েও পরবর্তী সময় তারা যখন দেখেন, তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে তখন তারা সেটা মেনে নেন। ভিন্‌রাজ্যের কোচরা মূলতঃ কোন না কোন বিশেষ প্রভাবশালী লোককে ম্যানেজ করে এখানে আসেন। শোনা যায়, সমীর দীঘে নাকি বর্তমানে সেভাবে কোচিং করান না। তারপরও তিনি সিনিয়র দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সমীর দীঘেকে কোচ করে আনা হয়েছে। বর্তমান বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি-র সুপারিশও এক সময় সিনিয়র এবং জুনিয়র দলের কোচ নিয়োগ করা হয়েছিল। এই ভিন্‌রাজ্যের কোচরা কখনও স্বাধীনতা চান না। তারা শুধু

ত্রিপুরার মতো মুরগির পেট থেকে সোনার ডিম বের করে নিয়ে যেতে চান। বর্তমানে সিনিয়র এবং জুনিয়র উভয় দলের জন্য ভিন্‌রাজ্যের কোচ রয়েছেন। যদিও একের পর এক অনিয়মের অভিযোগও উঠে আসছে। বিশেষ করে প্রথম একাদশ গঠন এবং ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ক্রিকেট মহল বেশ বিরক্ত। তাদের বক্তব্য, সিনিয়র এবং জুনিয়র উভয় দলের জন্যই তা ভিন্‌রাজ্যের কোচ রয়েছে। তারা কি করছেন? আগরতলা থেকে নির্দেশ যাচ্ছে। আর তারা কোন প্রতিবাদ না করে সেই নির্দেশ পালন করে চলেছেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি টুফিতে প্রথম একাদশ গঠন নিয়ে বাইরের মহল হস্তক্ষেপ করেছে। কোন ক্রিকেটারের টানা বড় হয়েও নিজের জায়গা ধরে রেখেছে। আবার অনেক জেনুইন ব্যাটসম্যানকে নয় নম্বরে ব্যাট করতে হয়েছে। অথচ ভিন্‌রাজ্যের কোচরা এক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই নিতে পারেনি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, তারা কি প্রকৃতি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান?

## তানিশা-র পর চ্যালেঞ্জার দলে রিজু

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর** ঃ অনুর্ধ্ব ১৯ চ্যালেঞ্জার টুফিতে সুযোগ পেয়েছিল ত্রিপুরার তানিশা দাস। এবার সিনিয়র মহিলাদের চ্যালেঞ্জার টুফিতেও সুযোগ পেলো রাজের আরও এক ক্রিকেটার রিজু সাহা। বিজয়ওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটে ভালো পারফরম্যান্সের সুবাদে চ্যালেঞ্জার টুফিতে 'সি' দলে জায়গা করে নিয়েছে রিজু। গোটা দেশ থেকে ৬০ জন ক্রিকেটারকে বাছাই করা হয়েছে। এদেরকে নিয়ে চারটি দল তৈরি হয়েছে। আগামী ৪ থেকে ৯ ডিসেম্বর বিজয়ওয়াড়ার ডাঃ গোকারাজু লাম্বা গঙ্গারাজু এসিএ স্টেডিয়ামে এই চার দলীয় চ্যালেঞ্জার টুফি অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরার রিজু খেলবে 'সি' দলে। স্বভাবতই তানিশা-র পর রিজু সাহাও চ্যালেঞ্জার টুফিতে সুযোগ পাওয়ায় রাজ্যের ক্রিকেট মহলে খুশির হাওয়া বইছে। টিসিএ-র সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা চ্যালেঞ্জার টুফিতে সুযোগ পাওয়ায় রিজু-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

## অনূর্ধ্ব ২৫ দলের লড়াইয়ে মুঞ্চ ক্রিকেটপ্রেমীরা

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর** ঃ মহারാষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য ভেঙে যায়। পরবর্তী চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে পরাস্ত হয়েছে রাজ্য দল। জয় পেয়েছে একটিতে। তারপরও দলের এই পারফরম্যান্সে মুঞ্চ ক্রিকেটপ্রেমীরা। বিশেষ করে দলের ব্যাটসম্যানদের পারফরম্যান্স এককথায় অনবদ্য। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে রাজ্যের কোন দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এমন ধারাবাহিকতা দেখা যায়নি। বোলিং বিভাগ কিছুটা দুর্বল ছিল। এই কারণেই বড় রানের ইনিংস গড়েও কয়েকটি ম্যাচে পরাস্ত হয়েছে ত্রিপুরা। তবে লড়াই থেকে পিছু হটে যায়নি। বিশেষ করে মুম্বাইয়ের মতো দলের বিরুদ্ধে মেরকম লড়াই করেছে ত্রিপুরা তা এককথায় অসম্ভব। ৫০ ওভারে ২৬৬ রান করেছে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরা। বোলাররাও আগ্রাণ লড়াই করেছে। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা এবং পেশাদারিত্বের জোরে ম্যাচটা বের করে নিয়েছে মুম্বাই।

## সন্তোষ টুফিতে আজ নামছে ত্রিপুরা

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর** ঃ পূর্বোক্ত সন্তোষ টুফিতে আগামীকাল অভিযান শুরু করবে ত্রিপুরা। প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী মিজোরামের মুখোমুখি হতে হবে। যারা এই সময়ে শুধু পূর্বোত্তর নয়, গোটা দেশেই সমীহ জাগানো শক্তি। রাজ্য দল পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে যেতে পারেনি। তার উপর প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী দল। সব মিলিয়ে প্রথম ম্যাচের আগে বেশ চিন্তিত টিম ম্যানেজমেন্ট। তিনদিন আগে ইম্ফল পৌছালেও অনুশীলন করার সুযোগ হয়নি। হোটেলের ঢোকান পরই প্রত্যেক সদস্যের করোনা পরীক্ষা হয়। রিপোর্ট দেওয়া হয় শুক্রবার রাতে। রিপোর্ট প্রত্যেকেই নেগেটিভ এসেছে। তবে সমস্যা হলো, রিপোর্ট আসতে দেরি হওয়ায় ফলে শুধুমাত্র শনিবার সকালে ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন করার সুযোগ হয়েছে। গোটা দলকে নিয়ে আগরতলাতেও একদিনও অনুশীলন করার সুযোগ হয়নি। আশা ছিল, ইম্ফলে পৌঁছে দিন তিনেক অনুশীলন করার সুযোগ

পাওয়া যাবে। কিন্তু করোনা রিপোর্ট দেয়তে আসার ফলে সেই সুযোগটাও পাওয়া যায়নি। স্বভাবতই বেশ চিন্তায় দলের ম্যানেজার কৌশিক রায়। শুক্রবার দলের কোচ ডিকে প্রধান এবং ফিজিও ইম্ফলে পৌঁছেছেন। টিএফএ প্রত্যেক সদস্যকে ট্রাকসুট এবং ট্রাকশার্ট দিয়েছে। প্রত্যেক ফুটবলারকেই তা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন সকাল দশটায় ইম্ফল সাই মাঠে ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন করেছে রাজ্য দল। মিজোরামের মতো প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার আগে এই সামান্য অনুশীলন যে যেথেন্ট নয় তা স্বীকার করেছেন ম্যানেজার কৌশিক রায়। তার স্পষ্ট বক্তব্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া নিয়েই আমরা চিন্তিত। এমনিতে ফুটবলাররা মোটামুটি ফিট। পাশাপাশি সবাই খেলার মধ্যে রয়েছে। রাজ্য জুড়ে যে সব খেপ ফুটবল হয় সেগুলিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছে ফুটবলার। কিন্তু ঘটনা হলো, সন্তোষ টুফির মতো আসরে পারস্পরিক বোঝাপড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

আমরা তো প্রথম একাদশই ঠিক করতে পারিনি এখনও। রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দেবে রণেশ দেববর্মা। তার সহকারী বাদল দেববর্মা। দুই জনই ত্রিপুরা পুলিশের ফুটবলার। এক জন গোলকিপার অন্য জন সাইড ব্যাক। মোটামুটি রাজ্যের সেরা ফুটবলারদের নিয়েই দল গঠন করা হয়েছে। দল নিয়ে ম্যানেজার বা কোচের কোন আক্ষেপও নেই। তার পরও শুধুমাত্র একসঙ্গে অনুশীলন করা সম্ভব হতনি। এটাই হয়তো সমস্যায় ফেলবে। রাজীব সাধন জমাতিয়া, রবীন্দ্র দেববর্মা, দেবরাজ জমাতিয়া, মনোজিং সিং বড়ুয়া-র মতো ফুটবলাররা যথেষ্ট ভালো। কিন্তু ন্যূনতম অনুশীলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মিজোরামের মতো দলের বিরুদ্ধে কতটা লড়াই করতে পারবে রাজ্য দল সেদিকেই তাকিয়ে সবাই। ত্রিপুরার পক্ষে একটা। ইতিবাচক বিষয় হলো—সিঙ্গেটিক নয়, সাধারণ ঘাসের মাঠেই খেলা হবে। সিঙ্গেটিক খেলা হলে হয়তো আরও সমস্যা হতো।

## অনুশীলনে নামলো অনুর্ধ্ব ১৯ দল

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর** ঃ নিভৃতবাস পর্ব শেষ হতেই অনুশীলনে নামলো অনুর্ধ্ব ১৯ দল। এদিন দিল্লিতে দীর্ঘ সময় কোচ গৌতম সোম (জুনিয়র) এবং সহকারী কোচদের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন হলো। নিভৃতবাস পর্বে হোটেল মোটামুটিভাবে ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এ ব্যস্ত ছিল ক্রিকেটাররা। শেষ পর্যন্ত অনুশীলনে নামার সুযোগ পেয়ে স্বভাবতই বেশ চনমনে। এদিন

অনুশীলনে ব্যাটিং, বোলিং-র পাশাপাশি ফিল্ডিং-ও হলো। যদিও ব্যাটসম্যানদের দিকেই এদিন বেশি ফোকাস ছিল। শুধু জেনুইন ব্যাটসম্যান নয়, অলরাউন্ডারদেরও এদিন ব্যাটিং করানো হলো। সমস্যা একটাই, প্রথম একাদশ গঠন নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা। ইতিমধ্যেই অন্যান্য দলগুলির ক্ষেত্রে অনেক অভিযোগ উঠেছে যে, টিসিএ থেকে নাকি প্রথম একাদশ

নিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হয় টিম ম্যানেজমেন্টের উপর। শুধু প্রথম একাদশ নয়, কোন বোলারকে বেশি বল করানো হবে বা কাকে কম বল করানো হবে এসব বিষয়েও টিসিএ হস্তক্ষেপ করেছে বলে অভিযোগ। আগামীকালও রাজ্য দল অনুশীলন করবে। আগামী ২৯ নভেম্বর থেকে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া মাঠে হায়দরাবাদের সাথে ম্যাচ শুরু হবে ত্রিপুরার।

## বিলোনিয়ার যোগাসন দল গঠিত

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ নভেম্বর** ঃ আগামী ১০ এবং ১১ ডিসেম্বর ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই আসরকে সামনে রেখে শনিবার বিলোনিয়ায় মহাকুম্ভাভিত্তিক নির্বাচন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মোট আটটি বিভাগে নির্বাচন হয়। নির্বাচিত খেলোয়াড়রা আগামী ৫ ডিসেম্বর জেলাভিত্তিক আসরে অংশগ্রহণ করবে। এই জেলাভিত্তিক আসর হবে বিলোনিয়ার বিকেআই

ইন্ডোর হলে। এদিনের নির্বাচন শিবিরে উপস্থিত খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিল দারুণ উৎসাহ। নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো—কৃত্তিকা দত্ত, অর্পিতা পাল, অম্বোবা দেব, অঙ্কিতা দেবনাথ, নিকিতা দাস, প্রীতি দাস, অঙ্কিতা দৈদ্য, শুভদীপ ভৌমিক, শিবম সরকার, রিশুক মজুমদার, প্রসেনজিৎ সাহা, প্রীতম সরকার, হৃদম ভৌমিক, অভয় দত্ত, শান্তা পাল, ইঞ্জিতা ভৌমিক, দীপশিখা সেন, ঝুমা সরকার, রিক্তি পাল। আগামীতে যে রাজ্যভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা হবে তাতে

বিলোনিয়া এবং দক্ষিণ জেলার খেলোয়াড়রা সাফল্য পাবে। এই আশা প্রকাশ করেছেন বিলোনিয়া যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সচিব জয়দেব মজুমদার। দীর্ঘদিন ধরেই বিলোনিয়ায় যোগাসনের চর্চা চলছে। রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে অনেকেই নিজেদের কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এখনও সেই ধারা অব্যাহত আছে। বিলোনিয়া যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সচিব পরিচালনায় মহাকুমার যোগাসন আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে এমনই আশা যোগাপ্রেমীদের।



## সাত মাস পর ঘরোয়া ক্রিকেট

## অনূর্ধ্ব ১৫ অসমাপ্ত ফাইনালে

## লড়বে অনুরাগী ও প্রগতি

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর** ঃ দীর্ঘসাত মাস পর এমবিবি-র ২২ গজে টিসিএ-র নিজস্ব কোন ক্রিকেট আসরের অসমাপ্ত ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। টিসিএ-র ২০২০-২১ সদর অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের অসমাপ্ত বা স্থগিত ফাইনাল ম্যাচটি আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে এমবিবি-তে অনুষ্ঠিত হবে। তিনদিনের এই সদর অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের ফাইনালে খেলবে ক্রিকেট অনুরাগী এবং সেমিফাইনালে হেরে গিয়েও ফাইনালে খেলবে প্রগতি। এখন দেখার, ফাইনালে প্রগতি কতটা ভালো খেলতে পারে। কাগজ-কলমে অবশ্য ক্রিকেট অনুরাগীর শক্তি বেশি। জানা গেছে, বর্তমান সময়ে টিসিএ-র অনুর্ধ্ব ১৬ ক্যাম্পে নাকি ক্রিকেট অনুরাগীর ৪ জন এবং প্রগতির ৩ জন ক্রিকেটার রয়েছে যাদের হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে টিসিএ কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা অলশ্য জানা যায়নি। শুধুমাত্র জানানো হয়েছে,

অনূর্ধ্ব ১৫ সদর ক্রিকেটের ফাইনালে খেলবে প্রগতি। এদিকে, একই সাত মাস পর স্থগিত ফাইনাল ম্যাচটি হবে। স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেটারদের সরাসরি ফাইনাল ম্যাচে নেমে খেলা কতটা সহজ হবে তা মাগো অনুর্ধ্ব ১৫ গজে, ২০২০-২১ সিজনে দুইটি দলে যারা নাম নথিভুক্ত করেছিল শুধুমাত্র তারাই ফাইনালে খেলবে। নতুন ক্রিকেটারদের ফাইনাল ম্যাচে খেলতে পারবে না। আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এমবিবি-তে ম্যাচ। এদিকে, সেমিফাইনালে হেরে গিয়েও ফাইনালে খেলবে প্রগতি। এখন দেখার, ফাইনালে প্রগতি কতটা ভালো খেলতে পারে। কাগজ-কলমে অবশ্য ক্রিকেট অনুরাগীর শক্তি বেশি। জানা গেছে, বর্তমান সময়ে টিসিএ-র অনুর্ধ্ব ১৬ ক্যাম্পে নাকি ক্রিকেট অনুরাগীর ৪ জন এবং প্রগতির ৩ জন ক্রিকেটার রয়েছে যাদের হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে টিসিএ কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা অলশ্য জানা যায়নি। শুধুমাত্র জানানো হয়েছে,

কয়েক জন ক্রিকেটারের সমস্যা হতে পারে। এদিকে, ফাইনাল ম্যাচের জন্য ক্রিকেট অনুরাগী এবং প্রগতি কিন্তু তাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ঘটনা হচ্ছে, প্রগতি মাঠে এখন প্র্যাকটিসের জায়গা খুব কম। ফলে ক্রিকেট অনুরাগী এবং প্রগতির প্র্যাকটিস ঠিকভাবে হচ্ছে না। অবশ্য তার পরও দুইটি দল সীমিত সুযোগে প্র্যাকটিস করছে। তবে অভিভাবকদের দাবি ছিল, টিসিএ-র উচিত ফাইনাল ম্যাচের আগে ২-১ দিন ছেলেদের এমবিবি মাঠে নেট প্র্যাকটিসের সুযোগ করে দেওয়া। সাত মাস আগে সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলার পর এবার ফাইনাল ম্যাচ হবে। যদিও ক্রিকেট মহলের দাবি, টিসিএ অনেক দিন আগেই এই ফাইনাল ম্যাচটি করে নিতে পারত। তাতে দেয়তে হলেও টিসিএ যে অসমাপ্ত বা স্থগিত ফাইনাল ম্যাচটি করতে যাচ্ছে তাতেই খুশি ক্রিকেট অনুরাগী ও প্রগতির খুদে ক্রিকেটার এবং তাদের অভিভাবকরা।



**9436940366**

# BAPPIRAJ FURNITURE

**Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura**

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

## ভোট দিয়েছেন তাই গুদামে লাগানো হয়েছে আগুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর। বিরোধী প্রার্থীরা প্রায় ময়দানবাড়া হওয়ার পরেও শাসক দলীয় প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোট চেয়েছিলেন। আর সেই ভোট দেওয়ার অপরাধেই খয়েরপুরের কাশীপুরের পর এবার হাঁপানিয়ার সুকান্তপল্লীতে আগ্রাস্ত হলেন উৎপল সাহা নামক এক ডেকোরেরটার। শনিবার রাতে তার ডেকোরেরটারের গুদামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীরা। স্থানীয় লোকজন আর দমকল বাহিনীর চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে যায়। উৎপল সাহা বহু বছর ধরেই বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী। তুলুল বিজেপি হাওয়াতেও তারা তাদের রাজনীতির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। এবার পুর ভোটার প্রকালে বিজেপি প্রার্থী হাজিজোড় করে তাদের বাড়িতে গিয়েই ভোট চেয়ে এসেছেন। উৎপল সাহার পরিবার জানিয়েছে, আগে তারা বামপন্থী সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আজীবন তাদেরকে বামপন্থীদেরকেই সমর্থন করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। ফলে বিজেপি প্রার্থীর আশ্রয়ে তারা ভেবে দেখবেন। প্রার্থী যখন



একবার বাড়িতে এসেছে তখন ভোটটাই দিতেই হয় এই ভেবে এরা প্রত্যেকেই ভোট দিতে গিয়েছিলেন



ভোট কেন্দ্রে। যাওয়ার পথে কিছু দুষ্কৃতিকারীরা দেয় তাদের আর ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজন

নেই। ভোট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উৎপল সাহার পরিবার বলতে থাকে প্রার্থী নিজে তাদের কাছে ভোট

চেয়েছেন ফলে তাদের ভোট অন্য কেউ দিতে পারবেন না। তারা ভোট দিয়েই ঘরে ফিরবেন। এক প্রকার জোর করেই এদের প্রত্যেকে ভোট কেন্দ্রে যান এবং ভোট দিয়ে আসেন। এরপর থেকেই উৎপল সাহাদের হুমকি ধমকি দিতে শুরু করে শাসক দলীয় লোকজন। কিন্তু এটা সর্বনাশ করতে পারে তারা এটা তারা ভাবেননি। উৎপল সাহা তার ডেকোরেরটারের ব্যবসা করেন তার ভাইয়ের জায়গায়। শনিবার গভীর রাতে সেখানকার গোড়াউনে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতিকারীরা। পরে দমকল ও স্থানীয় মানুষেরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও কিন্তু আগুনের গ্রাস একবার যেখানে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## বেপাত্তা শিক্ষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ নভেম্বর। মুখ্যমন্ত্রী তার বন্ধু। শিক্ষামন্ত্রী তার জ্যাঠামশাই। এই প্রচারকে হাতিয়ার করে বিগত দেড় বছর ধরে বাড়িতে বসে আছেন এক শিক্ষক। অবাক করার মত ঘটনা জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন প্রমোদনগর সিনিয়র বেসিক মাদ্রাসায়। ওই মাদ্রাসার শিক্ষক এরশাদ আলম। বাড়ি বঙ্গনগর টাউন হলের সঙ্গে। বাড়িতে বসেই চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। কিন্তু দেড় বছর ধরে স্কুলে আসছেন না তিনি। অথচ মাসের-পর-মাস মাইনে পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো ক্ষুব্ধ মাদ্রাসার অন্য



শিক্ষক-শিক্ষিকা-সহ এসএমসি কর্তৃপক্ষ। তাদের অভিযোগ, বছর ওই শিক্ষককে মাদ্রাসায় আসতে বলা হচ্ছে কিন্তু তিনি কারোর কথাই কানে তুলেন নি। জানা যায়, ওই মাদ্রাসায় সর্বমোট ৯১ জন ছাত্রছাত্রী আছে। শিক্ষক মাত্র ৬ জন।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## নিহত প্রবীণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। অক্সিলিয়াম স্কুল বাসের ধাক্কায় প্রাণ গোনা এক ব্যক্তির। চাকল্যাকর এই ঘটনা শনিবার দুপুরে অভয়নগরে। বাসের ধাক্কায় মারা গেলেন বেণু দেববর্মা নামে এক ব্যক্তি। তিনি মেয়ের নামেই নিমন্ত্রণে বেরিয়েছিলেন। বাই সাইকেল চেপে নিমন্ত্রণ করছিলেন। বেণু দেববর্মা পরিবার-সহ বড়জলায় ভাড়া থাকে। উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত গাড়ি চালককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তার নাম আব্দুল কাসেম। অভিযোগ, প্রায়ই বেসরকারি স্কুল বাসগুলি দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বছরখানেক আগে শহরের আরেকটি বেসরকারি স্কুলের বাসের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়াও বড়জলা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## অসুস্থ স্বামীকে খুন!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। স্বামীকে খুনের অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাকল্য ছড়িয়ে পড়ে শহরের কর্ণেল চৌমুহনি এলাকায়। স্ত্রীর বিরুদ্ধেই পরিজনরা খুনের অভিযোগ তুলেছেন। তাদের দাবি, স্ত্রীর মারধরে স্বামী মারা গেছেন। পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ এই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে। মৃতের নাম ধ্রুব দে। মৃতের পরিজনরা জানিয়েছেন, বহুদিন ধরেই ধ্রুব অসুস্থ। স্ত্রী সন্তান থাকার পরও তাকে কেউ দেখভাল করতো না। স্থানীয় ক্লাব ও আশপাশের লোকজনই সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। শনিবার সকালে স্থানীয়রাই ধ্রুবকে ঘরের মধ্যে মৃত

অবস্থায় দেখতে পান। তারাই খবর দেন পশ্চিম থানায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ধ্রুবকে তার স্ত্রী প্রতিনিয়তে মারধর করতো। তাকে খাবার দিতো না। এলাকাবাসীদের দাবি, ধ্রুবের স্ত্রীকে দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। কিন্তু রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। এনিয় এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কর্ণেল চৌমুহনি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘরেই ধ্রুবকে দীর্ঘদিন ধরে আবদ্ধ করে রাখা হতো বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

## শ্রমিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত আইএসবিটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। দুই গোষ্ঠীর মারপিট ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। চন্দ্রপুর আইএসবিটি-তে। মারামারিতে আহত অন্তত তিনজন। তাদের জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা পেশায় গাড়ি চালক। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামাতে হয় টিএসআর এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের। দুই পক্ষ থেকেই তোলা আদায়ের অভিযোগ করা হয়েছে। বিএমএস নাম দিয়ে

এরা নাগেরজলা এবং চন্দ্রপুরে তোলা আদায় করে বলে অভিযোগ। এনিয় পূর্ব থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে শাসক দলের পরিচয় দেওয়ায় পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করার সাহস দেখাতে পারেনি বলে অভিযোগ। মূলত অটো শ্রমিক সংগঠনের মারামারির ফলেই এই ঘটনা। অভিযোগ, চন্দ্রপুর সিবিটিতে এসে মাফিয়াগিরি করে নাগেরজলাবাসী কিছু বিএমএস নামধারী দুষ্কৃতি। আহতরা

বেশিরভাগই নাগেরজলা থেকে এসেছিল। চন্দ্রপুর আইএসবিটি-তে এনিয় বেশ কিছু সময় উত্তপ্ত হয়েছিল। বন্ধ ছিল চন্দ্রপুর থেকে শহরের পূর্বপ্রাণের যান চলাচল। ঘটনাটি শুরু হয়েছিল শুক্রবার দুপুরেই। জানা গেছে, চন্দ্রপুর আইএসবিটি-তে অটো শ্রমিকদের থেকে চাঁদা তোলা নিয়ে শুক্রবার দুপুরেও এক দফায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিল। শনিবার সকালেই এনিয় শুরু হয়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

**লোক চাই**

ভারত সরকারের অধীনে Govt. of India Licence নিয়ে কাজ করার জন্য উপযুক্ত ছেলেমেয়ে প্রয়োজন। Fixed Salary। (M) 8131959225

**LIC**

JOIN LIC as Insurance Advisor today For a Secure Second income and Family future, working Part time/Full time. Special Benefits: First time LIC Provide Monthly Stipend 5000 to 6000/-, Incentive, Commission, Royalty Income, Gratuity, Pension etc. Qualification : Mini mum Madhyamik Passed, Contact only Interested Candidate No-7005400300.

**প্রাইভেট গাড়ি কিনতে চাই**

Hyundai I10, I20, Santro, Eon, Marutiomni, Wagonr, Alto, Astar, যাদের কাছে পুরানো এই মডেলের গাড়িগুলি ফাইনাল ছাড়া বিক্রি করতে ইচ্ছুক তারা যোগাযোগ করুন। (M) 9774075241

**ঘর ভাড়া**

উত্তর জয়নগর (ফলের অফিসের বিপরীত গলিতে 2BHK Flat) ভাড়া দেওয়া হইবে। (২৪ ঘণ্টা জল সরবরাহ)। Contact No. - 8787621852 8794808962

**JYOTI BRICKS INDUSTRIES Jirania**

সঠিক দামে উন্নতমানের সকল প্রকারের ইট পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন— Mob - 9774060761 9612529155

**Tripureswari Vidyamandir Gandhigram, Tripura (west)**

Admission Forrm for Nursery to Class-IX will be available from 1st December, 2021 for the academic session 2022-23 on all working days at the school office in between 07:30 am to 3:00 pm. Please contact the office for detail information. Contact No. - 0381-2397114/(Mob) 9485465989. Principal TVM, Gandhigram.

**আরোগ্য**

The Complete Homoeo Health Solution

আপনার শারীরিক যে কোন জটিল ও কঠিন রোগের নিরাময়, সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র 'আরোগ্য'।

Call or Whtps : 9612721087 / 6909988137 Behind East Police Station, Old Motorstand, Agartala, Website : www.arogyahomoeo.com

বিঃদ্রঃ- অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র। 100% safe and secure 100% Herbal

**চক্ষু চিকিৎসা**

ডা. পার্থপ্রতিম পাল Ex-Consultant, LV Prasad Eye Institute প্রতিদিন রোগী দেখছেন। ক্লিনিক : কর্ণেল চৌমুহনি, শনি মন্দিরের বাম পাশে। সময় : সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা রবিবার : সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা

ঃ যোগাযোগ : 8583948238, 9436124910, 0381-2324435

A complete solution for a Healthy life

Be in touch with YOUNITED SUPER SPECIALITY CLINIC & SRL DIAGNOSTICS for a better health for your Family

Doctors available

Dr Angshuman Bhattacharjee Diabetologist

Dr Dayeeta Choudhury Dietitian

Dr S. Chakraborty Ms ENT

Madhumita Roy MS (RIMS) Consultant Obstetrician & Gynecologist

SRL -এর মাধ্যমে এখানে রক্ত, মল, মূত্র, কফ পরীক্ষা করা হয়

Milansangha near Mouchak club 1st floor, For appointment:- 8256997699

**education world Consultancy**

Best Career Guide for Students

**MBBS**

INDIA -40 Lacs. UKRAINE -16L. BANGLADESH -21L. CANADA -31L. AUSTRALIA -30L. PHILIPPINE -17L.

BDS-8L. BAMS-10L. PHARM.D-10L. BHMS-9L.

ওষধের দোকানের লাইসেন্সের জন্য D. Pharma Course এ ভর্তির বিশেষ সুযোগ রয়েছে। Agartala - Colonel Chowmuhani Ker Chowmuhani Contact :9862622076 / 9862622086 / 8837335227 Bishalgarh Kumarghat Dharmanagar Call-7005035146

**Ni নাইটিংগেল নার্সিং হোম**

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা : গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

ঃ যোগাযোগ : 0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

**বাড়ি বিক্রয়**

উদয়পুর মেইন রমেশ চৌমুহনীতে সর্বসুবিধায়ুক্ত অবস্থায় ৪ গা ভা দালান বাড়ি-সহ তৈরি বাড়ি বিক্রয় করা হইবে। যোগাযোগ : 8787501798

**পাত্রী চাই**

পাত্র শীল, 37, উচ্চ মাধ্যমিক, ফর্সা, ৫'৫"। পিতামাতাহীন নির্বাঞ্ছাট পরিবার। নিজস্ব স্থায়ী ব্যবসা। যোগাযোগ : 7005646092 9402374022

**কাজ চাই**

আমি একজন মহিলা আমি কসমেটিক দোকানে কাজ করতে চাই। সময় ১১ হইতে বিকাল ৭ ঘটিকা। Ph : 6033322751

**সমস্যার সমাধান**

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিনাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুণ্ডিবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT 9667700474

**সোনার বাজার দর**

১০ গ্রাম : ৪৭,৬০০ ভরি : ৫৫,৫৩৩

**WANTED BRIDE**

Son of army colonel born & brought up army environment where discipline and decency are essences of life. Well built fair complexion & man of cheerful disposition. E & I. Engineering persuing MBA with brilliant performance under Institute of Technology and Management Symbiosis New Delhi semester ending 07th Dec 21 following campus placement under institute for talented candidate. Sister MVSC married doctor another MCA B-Ed teacher convent married doctor. Elder brother SAP working TCS Seweden based. Ancestral home at Agartala. Bride Htec MBBS MDC MBA MSc TCS IPS preferred. Ph. 8777407691.

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

**New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala, Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM Email: newradhank@gmail.com**

India's first choice in furniture is NOW IN AGARTALA!

UP TO 40% OFF

FLAT 10% OFF 2 PILLOWS FREE ON PURCHASE OF A MATTRESS

**Nilkamal®**

FURNITURE IDEAS